জুমা বিরোধীদের আপত্তি খণ্ডন

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাহিছ, ফকিহ শাহ্সুফী
আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত

তদীয় ছাহেবজাদা শাহ্সুফী জনাব হজরত পীরজাদা
মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মাজেদ (রহঃ) এর
পুত্রগণের পক্ষে

মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
ও
বশিরহাট "নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত।
দ্বিতীয় সংস্করণ সন ১৪০৯সাল

সাহায্য মূল্য ১৪ টাকা মাত্র।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله سيدنا محمد و اله و اصحابه اجمعين

জুমা বিরোধিদের আপত্তি খণ্ডন

—:०:※:०:—

বাহাছে নামার ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

শামী (১,৩২ পৃষ্ঠা ;

صرح فى قضاء البحر بان ما خرج من ظاهر الرواية فهو مرجوع عنه والمرجوع عنه ليس قولاله ٭

বাহারোর রায়েকের কাজার অধ্যায়ে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, যে কওল জাহেরে রেওয়াএত হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ যে কওল জাহেরে রেওয়াএত নয় সেই কওল পরিত্যক্ত কওল এবং পরিত্যক্ত কওল তাহার কওল নহে।

আমাদের উত্তর

এস্থলে মৌলবি মাহমুদ আলি ছাহেব একটী কথার অগ্র পশ্চাৎ ছাড়িয়া দিয়া আশ্চর্যজনক কারিগিরি করিয়াছেন, শিয়া দল যেরূপ ধোকার জাল বিস্তার করিয়া থাকেন, ইনি তাহাই করিয়াছেন, দোর্রোল মোখতারের ৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, এমাম আবু হানিফা (রঃ)র শাগরেদগণ তাঁহার সহিত মতভেদ করিয়াছেন, ইহার কারণ এই যে, তিনি একটী বালককে কর্দ্দমের মধ্যে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া তাহার পদস্খলিত হওয়ার ভীতি প্রদর্শন করিলেন,

ইহাতে বালক উত্তরে বলিল, তুমি পদস্খলন হইতে বিরত থাক, কেননা একজন আলেম পদস্খলিত হইলে, জগত পদস্খলিত হইবে। সেই সময় তিনি নিজের শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, যদি তোমাদের পক্ষে কোন দলীল প্রকাশিত হয়, তবে তোমরা সেই মতাবলম্বন কর। সেই হইতে প্রত্যেক শাগেরদ তাঁহার কোন রেওয়াএত গ্রহণ করিতেন এবং উহা প্রবল প্রতিপন্ন করিতেন ইহা তাঁহার অত্যধিক এহতিয়াত ও পরহেজগারির চিহ্ন।

আল্লামা শামী ইহার টীকাতে লিখিয়াছেন ;—

ইহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহার শাগরেদগণের কোন কথা উক্ত এমাম ছাহেবের কথার বাহিরে নহে। এই হেতু অলওয়ালজিয়া কেতাবে জেনাইয়াতের অধ্যায়ে লিখিত আছে, আবু ইউছোফ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি যে কোন কথা আবুহানিফার বিপরীতে বলিয়াছি, উহা তাঁহার কথিত রেওয়াএত। জোফার (রঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, আমি কোন বিষয়ে আবুহানিফার বিপরীতে মতাবলম্বন করিয়াছি, উহা তাঁহার কথিত মত, তৎপরে তিনি উহা হইতে রুজু করিয়াছেন। ইহাতে ইঙ্গিত করা হইতেছে যে, নিশ্চয় তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, বরং তাঁহারা যাহা কিছু বলিয়াছেন, এজতেহাদ ও কেয়াছ দ্বারা তাঁহার শিক্ষক আবুহানিফার অনুসরণ করতঃ বলিয়াছেন।

হাবিকুদছির শেষাংশে আছে, যদি তাঁহাদের কোন এক জনার কথা গ্রহণ করা হয়, তবে নিশ্চিতরূপে বুঝা যায় যে, (এমাম) আবুহানিফার কথা গ্রহণ করা হইয়াছে। কেননা আবুইউছোফ, মোহম্মদ, জোফার ও হাছান প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার বড় বড় সমস্ত শাগরেদ হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, তাহারা বলিয়াছেন, আমরা কোন মছলা সম্বন্ধে যে কোন কথা বলিয়াছি, উহা আমরা আবুহানিফা হইতে রেওয়াএত করিয়াছি, তাঁহারা এই কথার উপর কঠিন কছম করিতেন। এক্ষেত্রে ফেকহতে যে কোন জওয়াব ও মত আছে, উহা যেরূপ হউক না কেন উক্ত এমামের মত, অন্যের দিকে যাহা নেছবত করা হইয়াছে উহা মাজাজ مجاز ভাবে বলা হইয়াছে।

যদি তুমি প্রশ্ন কর যে, মোজতাহেদ কোন কথা হইতে রুজু করিলে, উহা তাঁহার মত থাকে না, বরং বাহারোর-রায়েকের কাজার অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, জাহেরে-রেওয়াএতের বাহিরে যে মত হয়, উহা উক্ত

এমামের পরিত্যক্ত মত, আর তাঁহার পরিত্যক্ত মত তাঁহার কথা নহে। আরও বাহরোর-রায়েকে তওশিহ হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মোজতাহেদ কোন মতত্যাগ করিলে, উহার উপর আমল করা জায়েজ নহে। এক্ষেত্রে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার বিপরীতে যাহা কিছু বলিয়াছেন, উহা তাঁহার মজহাব নহে, এই সূত্রে তাহাদের কথাগুলি তাঁহাদের মজহাব হইবে, কিন্তু আমরা তাঁহার মজহাবের তকলীদ করা লাজেম করিয়া লইয়াছি, অন্যের মজহাব নহে, এই হেতু আমরা বলিয়া থাকি, নিশ্চয় আমাদের মজহাব হানাফি, আমাদের-মজহাব ইউছফি ইত্যাদি নহে।

আল্লামা-শামী উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, এমাম ছাহেব যখন নিজের শিষ্যগণকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মতগুলি মধ্যে যেটীর দলীল তাঁহাদের পক্ষে প্রকাশিত হয়, তাহা তাঁহারা যেন গ্রহণ করেন, তখন তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, উহা উক্ত এমাম ছাহেবের মত হইল, কেননা উহার ভিত্তি উক্ত নিয়ম কানুনের উপর স্থাপিত হইয়াছে, যাহা তিনি তাহাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কাজেই উহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাক্ত নহে, এইহেতু উহাও উক্ত এমামের মজহাব হইবে। ইহার দৃষ্টান্ত যাহা আল্লামা বিরি 'আশবাহ' কেতাবের টীকার প্রথমভাগে এবনো-শেহনার শরহে হেদায়া হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহার এবারত এই—যদি হাদিছ ছহিহ হয় এবং উহা মজহাবের খেলাফ হয়, তবে হাদিছের উপর আমল করিতে হইবে। উহা এমাম ছাহেবের মত হইবে। উক্ত হাদিছের উপর আমল করিলে, তাঁহার মজহাবাবলম্বী ব্যক্তি হানাফী মজহাব হইতে বাহির হইয়া যাইবেনা, কেননা ছহিহ ছনদে উক্ত এমাম হইতে কথিত হইয়াছে, যদি হাদিছ ছহিহ হয়, তবে উহা আমার মজহাব। এবনো-আবদুল বার আবুহানিফা ও অন্যান্য এমাম হইতে ও এমাম শা'রানি চারি এমাম হইতে উহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

উল্লিখিত বিবরণে বুঝা যায় যে, জাহেরে-রেওয়াএতের বিপরীত মত হানাফী মজহাবে গ্রহনীয় হইবে। উহাও এমাম ছাহেবের মজহাব বলিয়া গ্রহনীয় হইবে।

তৎপরে উহার ২৬ পৃষ্ঠায় বাহারোর-রায়েক হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, জাহেরে-রেওয়াএতের বিপরীত মত পরিত্যাক্ত।

উহার ৪১ পৃষ্ঠায় শামী হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, এমাম কোন মত হইতে রুজু করিলে, উহা তাহার মত থাকে না।

আরও বাহরোর-রায়েক ও তওশিহ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, এমামের পরিত্যক্ত মতের উপর আমল করা জায়েজ নহে।

পাঠক, ইহার অসারতা ইতিপূর্ব্বেই শামী হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে

বাহাছ-নামা ২৬ পৃষ্ঠায় ;—

শামীতে আছে ;—এমাম মোহাম্মদের কওল এমাম আবু ইউছফের কওল বিদ্যমান থাকিতে যখন সে কওল সংশোধিত কিম্বা তাহার দলীল বল প্রদত্ত না হয়, ইহার চেয়ে সমধিক বাতীল জাহেরে-রেওয়াএতের বিপরীত কওলের উপর ফৎওয়া দেওয়া যখন সে কওল পরিশুদ্ধ না হয় ও পরিত্যক্ত কওলের উপর ফৎওয়া দেওয়া।

আমাদের উত্তর।

শামীর প্রথম খণ্ডের ৬৯ পৃষ্ঠায় এবং উহার হাশিয়া দোরে'ল মোখতারের এবারত এই ;—

وان الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للاجماع

(قوله) بالقول المرجوح) كقول محمد مع وجود قول ابى يوسف اذا لم يصحح او يقو وجهه واولى من هذا بالبطلان الافتاء بخلاف ظاهر الرواية اذا لم يصحح والافتاء بالقول المرجوع عنه اه ●

"দুর্ব্বল মতের উপর হুকুম ও ফৎওয়া দেওয়া অজ্ঞতা ও এজমার বিপরীত, যেরূপ আবু ইউছফের মত থাকিতে মোহম্মদের মত যদি শেষোক্ত মত ছহিহ সপ্রমাণ না হয়, কিম্বা উহার দলিল প্রবল প্রতিপন্ন না হয়, জাহেরে রেওয়াএতের বিপরীত ফৎওয়া দেওয়া যদি উহা ছহিহ প্রমানিত না হয় তবে আরও সমধিক বাতীল, এইরূপ পরিত্যক্ত কওলের উপর ফৎওয়া দেওয়া।"

ইহা লেখকের দাবির বিপরীত কথা হইল, ইহাতে বুঝা যায় যে, যদি এমাম মোহাম্মদের মত ছহিহ কিম্বা প্রবল প্রতিপন্ন হয়, তবে এমাম আবু ইউছোফের মত থাকিলেও এমাম মোহাম্মদের মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া জায়েজ হইবে।

শামী, ১৩৬ পৃষ্ঠা ;—

وقد صرحوا بان الفتوى على قول محمد فى جميع مسائل ذوى الارحام و فى قضاء الهداية والاظ كر الفتوى على قول ابى يوسف فيما يتعلق بالقضاء كمافى القنية والبزازية و فى شرح البيرى ان الفتوى على قول ابى يوسف ايضا على الشهادات و على قول زفر فى سبع عشرة مسئلة ⊙

"নিশ্চয় ফকিহগণ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, জাবেল-আরহামের সমস্ত মছলাতে (এমাম) মোহাম্মদের মতের উপর ফৎওয়া হইবে। আরও আশবাহ অন্নাজায়েরে আছে, কাজা (বিচার ব্যবস্থা) সংক্রান্ত মছলাগুলিতে (এমাম) আবু ইউছোফের মতের উপর ফৎওয়া হইবে, যেরূপ কিনইয়া ও বাজ্জাজিয়া কেতাবে আছে। শরহে বীরিতে আছে, আরও শাহাদত (স্বাক্ষ্য প্রদান) সম্বন্ধে (এমাম) আবু ইউছোফের মতের উপর এবং ১৭টী মছলাতে (এমাম) জোফারের মতের উপর ফৎওয়া হইয়াছে।"

আরও প্রতিপক্ষের উপস্থাপিত দলীলে বুঝা যায় যে, যদি জাহেরে-রেওয়াএতের বিপরীত কোন রেওয়াএত ছহিহ সপ্রমাণ হয়, তবে উহার উপর ফৎওয়া দেওয়া জায়েজ হইবে।

তাহতাবী, ১৪৩৭ পৃষ্ঠা ;—

انهم نصوا على ان ما به الفتوى مقدم على غيره ولو ظاهر الرواية

"নিশ্চয় ফকিহগণ স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে রেওয়াএতের উপর ফৎওয়া উল্লিখিত হইয়াছে, উহা অন্য রেওয়াএতের চেয়ে যদিও উহা জাহেরে রেওয়াএত হয়, অগ্রগণ্য হইবে।"

উল্লিখিত বিবরণে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, আমীর ও কাজীর রেওয়াএত জাহেরে-রেওয়াএত হইলেও এবং ছহিহ বলিয়া উল্লিখিত হইলেও উহার উপর ফৎওয়া শব্দ লিখিত হয় নাই, পক্ষান্তরে বড় মজহেবের রেওয়াএতের উপর অধিকাংশ ফকিহ বিদ্বানের ফৎওয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কাজেই ইহা একমাত্র গ্রহণীয় হইবে।

নাফাচ-নামা ৩৬ পৃষ্ঠা ;—

اعلم ان ما اتفق اصحابنا فى الرواية الظاهرة عليه يفتى به قطعا-

"তুমি জানিয়া রাখ যে, যে কথার উপর আমাদের এমামগণ অর্থাৎ এমাম আবু হানিফা (রঃ) ও তাঁহার শিষ্যগণের এত্তেফাক (ঐক্য) আছে, জাহেরে-রেওয়াএতে, সেই কথার সহিত নিঃসন্দেহে ফৎওয়া দেওয়া হইবে। জাহেরে-রেওয়াএত ছাড়া অন্য কোন রেওয়াএতের সহিত ফৎওয়া দেওয়া যাইবে না, কারণ জাহেরে রেওয়াএত ছাড়া অন্যান্য রেওয়াএত পরিত্যক্ত বা অ-প্রকাশিত গয়ের মাযহাব রেওয়াএত।

আমাদের উত্তর।

উল্লিখিত এবারতের অর্থ এই ;—জাহেরে রেওয়াএতের যে কথার উপর আমাদের এমাম আবুহানিফা ও তাঁহার শাগরেদগণ একমত হইয়াছেন, নিশ্চিত ভাবে উহার উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে।

ইহার পরে দোররোল-মোখতারে ইহা লিখিত আছে।

واختلف فيما اختلفوا فيه

আর যে বিষয় তাহারা মতভেদ করিয়াছেন, তাহাতে মতভেদ হইবে।

লেখক ইহার পরে যে চিহ্নিত শব্দগুলি লিখিয়াছেন, তৎসমুদয় উহার অনুবাদ নহে, উহা জাল কথা। এইরূপ জাল কথা লিখিয়া অজ্ঞ সমাজকে গোমরাহ করা খোদাভীরু আলেমগণের কার্য্য নহে। যদি লেখক উক্ত কথা-গুলি লিখিত আরবি এবারতের অনুবাদ বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন, তবে ১০০৲ টাকা পুরস্কার পাইবেন।

এক্ষণে আসুন, ইহা তদন্ত করা হউক, মিসরের মর্ম লইয়া এমামগণ একমত হইয়াছেন কি না?

হেদায়া, ১।১৪৮ পৃষ্ঠা,—

والمصر الجامع كل موضع له امير وقاض ينفذ الاحكام ويقيم الحدود وهذا عن ابي يوسف رح وعنه انهم اذا اجتمعوا في اكبر مساجدهم لم يسعهم والاول اختيار الكرخي وهو الظاهر والثاني اختيار الثلجي

'আর জামে' মেছর এরূপ প্রত্যেক স্থানকে বলা হয়, যেখানে একজন আমির ও কাজী থাকেন, আর সেই কাজী আহকাম ও হদ সকল জারি করেন, ইহা আবু ইউছোফ (রহঃ) হইতে উল্লিখিত হইয়াছে। আরও উঁহা হইতে উল্লিখিত হইয়াছে, নিশ্চয় তাহারা যদি তাহাদের সব চেয়ে বড়

মছজেদে সমবেত হন, তবে উহাতে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান হইবে না। (ইহাই জামে' মেছের হইবে)।

প্রথম মতটী এমাম আবু হানিফার মনোনীত মত। ইহাই জাহেরে রেওয়াএত। আর দ্বিতীয়টী ছালজির মনোনীত মত।

আরকানে-আরবায়া, ২১৯ পৃষ্ঠা ;—

في فتح القدير قال الامام ابو حنيفة بلدة فيها سكك واسواق ووال ينصف المظلوم من الظالم وعالم يرجع اليه من الحوادث *

"ফৎহোল-কদীরে আছে, এমাম আবু হানিফা বলিয়াছেন, (মিছর) উক্ত শহরকে বলা হয় যাহাতে গলী সকল ও বাজার সকল থাকে, তথায় একজন হাকেম থাকেন, যিনি অত্যাচারি হইতে প্রপীড়িতের দাদ গ্রহণ করেন। আরও তথায় একজন আলেম থাকেন ঘটনাবলীতে যাহার নিকট উপস্থিত হওয়া যায়।"

মাজমায়োল-আনহোর ১।১৬৭।

وعن محمد ان كل موضع مصره الامام فهو مصر حتى لو بعث الى قرية نائبا لاقامة الحدود والقصاص تصير مصرا فاذا عزله يلتحق بالقرى ◎

"মোহম্মদ হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, যে কোন স্থানটীকে এমাম (খলিফা) শহর স্থির করেন, তাহাই শহর হইবে, এমন কি যদি তিনি হদ ও কেছাছ জারি করা উদ্দেশ্যে কোন গ্রামে নাএব প্রেরণ করেন, তবে উহা শহর হইবে। আর যখন তিনি তাহাকে পদচ্যুৎ করেন, তখনই উহা গ্রাম বলিয়া গণ্য হইবে।"

উল্লিখিত বিবরণে বুঝা হয়, মিছরের অর্থ তিন এমাম তিন প্রকার প্রকাশ করিয়াছেন, বরং এক এমাম আবু ইউছোফ দুই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, কাজেই এস্থলে জাহেরে রেওয়াএতে তিন এমাম এক মত হন নাই, এস্থলে জাহেরে রেওয়াএতের উপর নিশ্চিতরূপে ফৎওয়ার দাবি করা এবং এই এবারতকে প্রমাণ স্থলে উপস্থিত করা কিরূপে সমীচীন হইবে?

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন যে, জাহেরে-রেওয়াএত ছাড়া অন্যান্য রেওয়াএত পরিত্যাক্ত, গয়ের মা'তাবর রেওয়াএত, ইহাও বাতীল কথা, যে মছলাতে জাহেরে-রেওয়াএত না পাওয়া যায়, তথায় নওয়াদের রেওয়াএত

গ্রহণ করা হয়। কিম্বা তৃতীয় প্রকার রেওয়াএত গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ফেকহের কেতাবে ইহার সহস্র সহস্র প্রমাণ আছে।

শামী, ২০৮ পৃষ্ঠা ;—

الثانية مسائل النوادر وهي المروية عن اصحابنا المذكورين لكن لا في الكتب المذكورة بل اما في كتب آخر لمحمد كالكيسانيات والهارونيات والجرجانيات والرقيات واما في كتب غير كتب محمد كالمجرد للحسن بن زياد وغيره ومنها كتب الامالي المروية عن ابي يوسف واما بروايات مفردة كرواية ابن سماعة والمعلى بن منصور وغيرهما الثالثة الواقعات وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية وهم اصحاب ابي يوسف ومحمد واصحاب اصحابهما وهلم جرا وهم كثيرون فمن اصحابهما مثل عصام ابن يوسف وابن رستم ومحمد بن سماعة وابي سليمان الجرجاني وابي حفص البخاري ومن بعدهم مثل محمد بن سلمة ومحمد بن مقاتل ونصير بن يحيى وابي نصر القاسم بن سلام واول كتاب جمع في فتواهم فيما بلغنا كتاب النوازل للفقيه ابي الليث السمرقندي ثم جمع المشائخ بعده كتبا آخر كمجموع النوازل والواقعات للناطفي والواقعات للصدر الشهيد ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل مختلطة غير متميزة كما في فتاوى قاضيخان والخلاصة وغيرها وميز بعضهم كما في كتاب المحيط لرضي الدين السرخسي فانه ذكر اولا مسائل الاصول ثم النوادر ثم الفتاوى ●

দ্বিতীয় প্রকার নাওয়াদেরের মছলাগুলি তৎসমস্ত উল্লিখিত আমাদের এমামগণ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু উক্ত জাহেরে-রেওয়াএতের কেতাব-গুলিতে নহে, বরং (এমাম) মোহম্মদের অন্যান্য কেতাবে, যেরূপ কয়ছানিয়াত হারুনিয়াত, জোর্জ্জানিয়াত এবং রোকাইয়াত, কিম্বা (এমাম) মোহম্মদের কেতাবগুলি ব্যতীত অন্যান্য কেতাবে যেরূপ হাছান বেনে জিয়াদের মোজার্রদ ইত্যাদি, তন্মধ্যে আবু ইউছোফের বর্ণিত কেতাবোল আমালি, কিম্বা পৃথক রেওয়াএতে, যেরূপ এবনো-ছামায়া ও মোয়াল্লা বেনে মনছুর প্রভৃতির রেওয়াএত।

তৃতীয় ওয়াকেয়াত, তৎসমস্ত ঐ সমুদয় মছলা যেগুলি মোজতাহেদগণ ও পরবর্ত্তী বিদ্বানগণ যখন তাঁহারা জিজ্ঞাসিত হইয়া তৎসম্বন্ধে কোন রেওয়াএত প্রাপ্ত হন নাই, কেয়াছ করিয়া বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহারা আবু-ইউছফ ও মোহাম্মদের শাগরেদগণ ও শাগরেদগণের শাগরেদগণ, এইরূপ যত নীচে যাউক, তাঁহারা সংখ্যায় অনেক ছিলেন, উভয়ের শাগরেদগণ যেরূপ এছাম বেনে আবু ইউছোফ, এবনো-রোস্তম, মোহাম্মদ বেনে ছেমায়া, আবু ছোলায়মান জোরজানি, আবু হাফ্ছ বোখারি, তাঁহাদের পরবর্ত্তীগণ, যেরূপ মোহাম্মদ বেনে ছালমা, মোহাম্মদ বেনে মোকাতেল, নছির বেনে এহইয়া, আবুনছর কাছেম বেনে ছালাম।

আমি যতদুর অবগত হইয়াছি, প্রথমে তাঁহাদের ফৎওয়া সম্বন্ধে যে কেতাব সঙ্কলিত হইয়াছে তাহা ফকিহ আবুলাএছ ছামারকান্দির কেতাবোয়াওয়াজেল, তৎপরে ফকিহগণ অন্যান্য কেতাব সঙ্কলন করিয়াছিলেন, যেরূপ মজমুয়োয়াওয়াজেল, ওয়াকেয়াতে-নাতেফি, ওয়াকেয়াতে-ছদরে-শহীদ। তৎপরে পরবর্ত্তী আলেমগণ পৃথক পৃথক না করিয়া মিলিতভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, ফাতাওয়ায়ে-কাজিখান, খোলাছা, ইত্যাদি তাঁহাদের কতকে পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যেরূপ রাজিউদ্দিন ছারাখছির মুহিত কেতাব, কেননা তিনি প্রথমে যাহেরে-রেওয়াএতের মছলাগুলি, তৎপরে নাওয়াদেরের মছলাগুলি, তৎপরে ফাতাওয়ার মছলাগুলি উল্লেখ করিয়াছেন।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, হানাফিদিগের ফেকহের কেতাবগুলিতে নওয়াদের ও মোয়াক্ষেরিণ-আলেমগণের অনেক মছলা লিখিত আছে, হানাফিগণ তৎসমুদয়ের প্রতি আমল করিয়া থাকেন, কাজেই লেখকের দাবি বাতীল।

বাহাছনামা, ৩৯ পৃষ্ঠা,

দোরেরোল-মোছতার—'দুর্ব্বল কথার সহিত কাজীর হুকুম দেওয়া ও মুফতির ফতওয়া উভয়ই নির্ব্বুদ্ধিতা ও একতা বিদীর্ণ করা (হারাম)।

শামী ;—মরজুহ কওল (দুর্ব্বল কথার) আমল করিতে ও তদপ্রতি ফৎওয়া দিতে হানাফী মজহাবে নিষেধ আছে, কেননা মরজুহ কথা মনছুখ হইয়া গিয়াছে।

আশবাহ-আন্নাজায়ের ;—

এবং মনছুখের সহিত আমল করা হারাম।

আমাদের উত্তর।

শামী, ১৭৬ পৃষ্ঠা ;—

قال العلامة الشر نبلالى فى رسالة العقد الفريد مقتضى مذهب الشافعى كما قاله السبكى منع العمل بالقول المرجوح فى القضاء والافتاء دون العمل لنفسه ومذهب الحنفية العمل المنع عن المرجوح حتى لنفسه لكون المرجوح منسوخا له وقيده البيرى بالعامى اى الذى لا رأى له يعرف به معنى النصوص حيث قال هل يجوز للانسان العمل بالضعيف من الرواية فى حق نفسه نعم اذا كان له رأى اما اذا كان عاميا فلم اره لكن مقتضى تقييده بذى الرأى انه لا يجوز للعامى ذلك قال فى خزانة الروايات العالم الذى يعرف معنى النصوص والاخبار وهو من اهل الدراية يجوز له ان يعمل عليها وان كان مخالفا لمذهبه اه قلت لكن هذا فى غير موضع الضرورة فى معراج الدراية عن فخر الائمة لوافتى مفت بشيء من هذه الاقوال فى مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا ❁

আল্লামা-শারাম্বালালী নিজ আকদোল-ফরিদ পুস্তকে বলিয়াছেন, শাফেয়ি মজহাবের দলীলের মর্ম এই যে, বিচার ব্যবস্থা ও ফৎওয়া দেওয়া সম্বন্ধে দুর্ব্বল মতের উপর আমল নিষিদ্ধ, কিন্তু নিজে আমল করা নিষিদ্ধ নহে। হানাফিদের মজহাবে দুর্ব্বল মতের উপর আমল, এমন কি নিজের জন্য আমল করা নিষেধ, কেননা দুর্ব্বল মত মনছুখ হইয়াছে।

বিরী এই মতটী আম লোকের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, অর্থাৎ যে আম লোকের এমন কোন জ্ঞান নাই যদ্দারা সে কোরান ও হাদিছের অর্থ বুঝিতে পারে।

তিনি বলিয়াছেন, নিজে জইফ রেওয়াএতের উপর আমল করা কোন মনুষ্যের পক্ষে জায়েজ হইবে কি? উত্তর, হাঁ জায়েজ হইবে যদি তাঁহার

জ্ঞান থাকে। আর যদি সে ব্যক্তি আমলোক হয়, তবে তাহার ব্যবস্থা দেখি নাই; কিন্তু জ্ঞানবান হওয়ার শর্ত্ত করায় বুঝা যায় যে, আমলোকের জন্য জায়েজ হইবে না। তিনি বলিয়াছেন, খাজানাতোর-রেওয়াএতে আছে, যে আলেম কোরান ও হাদিছের অর্থ বুঝিতে পারে, আরও তিনি বিবেক সম্পন্ন হন, তবে তাঁহার পক্ষে নিজের মজহাবের বিপরীত হইলেও উহার উপর আমল করা জায়েজ হইবে। আমি বলি, ইহা জরুরতের স্থল না হইলে, হইবে।

মে'রাজোদ্দেরায়া কেতাবে ফখরোল-আএম্মা হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, যদি কোন মুফতি জরুরতের স্থলে সহজ পন্থা অন্বেষণ উদ্দেশ্যে এই (জইফ) রেওয়াএতগুলির মধ্যে কোন রেওয়াএতের উপর ফৎওয়া দেন, তবে উৎকৃষ্ট হইবে।"

উপরোক্ত বিবরণে মৌলবি মাহমুদ আলির উপস্থাপিত দলীল রদ হইয়া গেল।

ভুল সংশোধন, ৫৮ পৃষ্ঠা, জুমা বিনাশ, ৫৬ পৃষ্ঠা,—শামী কেতাবে আছে;—

যখন রেওয়াএতদ্বয়ের একটী-জাহেরোর-রেওয়াএত হয় এবং অন্যটী তাহা ছাড়া, তখন অস্পষ্টে ইহাই বলা হইয়াছে যে, জাহেরোর-রেওয়াএত হইতে বিমুখ হইতে নাই। নিশ্চয় ঐ জাহেরোর-রেওয়াএতকে প্রকারান্তরে সবল বলা হইয়াছে। অতএব জাহেরোর-রেওয়াএত হইতে নিশ্চয় বিমুখ হইতে নাই।

জুমা বিনাশে অনুবাদ ঠিক হয় নাই, আবল তাবল কিছু যোগ করা হইয়াছে, বিজ্ঞ পাঠকগণ উহা দেখিলে, লেখকের অবান্তর কথার প্রমাণ পাইবেন, অধিকন্তু উভয়ে এস্থলে শামী কেতাবের কিছু এবারত বাদ দিয়া ধোকাবাজির চূড়ান্ত নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন।

এক্ষণে আমি শামী কেতাবের ১।৭২ পৃষ্ঠার পূর্ণ এবারত লিখিয়া লোক সমাজে তাহাদের ধোকাবাজি দেখাইয়া দিতেছি;—

وفی وقف البحر اذا كان احد القولين ظاهر الرواية والاخر غيرها
فقد صرحوا انما لا بالة لا يعدل عن ظاهر الرواية فهو ترجيح ضمنى
لكل ما كان ظاهر الرواية فلا يعدل عنه بلا ترجيح صريح لمقابله●

"বাহরোর-রায়েকের অকফের অধ্যায়ে আছে, যদি একটী কথা জাহেরোর-রেওয়এত হয় এবং দ্বিতীয় কথা অন্য প্রকার রেওয়াএত হয়, তবে নিশ্চয় ফকিহগণ মোটামুটী ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, জাহেরে-রেওয়াএত ত্যাগ করা হইবে না, এই কথাতে প্রত্যেক জাহেরে-রেওয়াএতকে অস্পষ্ট 'তরজিহ' দেওয়া (প্রবল প্রতিপন্ন করা) হইল, যতক্ষণ উহার বিপরীত রেওয়াএতকে স্পষ্ট তরজিহ দেওয়া না হয়, ততক্ষণ উহা ত্যাগ করিতে হইবে না।"

ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, জাহেরে-রেওয়াএতের বিপরীত কোন রেওয়াএতকে স্পষ্ট তরজিহ দেওয়া হইলে, জাহেরে-রেওয়াএত পরিত্যক্ত হইবে। তাহতাবী, ১।৩৭ পৃষ্ঠা;—

فيه انهم نصوا على ان ما به الفتوى مقدم على غيره ولو ظاهر الرواية ◎

উহাতে আছে, নিশ্চয় ফকিহগণ বলিয়াছেন, যে রেওয়াএতের উপর ফৎওয়া হইয়াছে, উহা অন্য রেওয়াএতের অপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে যদিও অন্য রেওয়াএত জাহেরে-রেওয়াএত হয়।

শহরের প্রথম ও দ্বিতীয় মর্ম বর্ণনা কালে বিদ্বানগণ ইহা মনোনীত, বিশ্বাসযোগ্য, ছহিহ, সমধিক ছহিহ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু বড় মছজেদের রেওয়াএত উল্লেখ করা কালে عليه الفتوى ইহার উপর ফৎওয়া هو القابل للفتوى ইহা ফৎওয়ার উপযুক্ত, وعليه فتوى اكثر الفقهاء, ইহার উপর অধিকাংশ ফকিহ বিদ্বানের ফৎওয়া, এই শব্দগুলি ব্যবহার করা হইয়াছে, আর শামী কেতাবে খাজানাতোর-রেওয়াএত ও ফাতাওয়ায়-খয়রিয়া হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, যে রেওয়াএতের পরে শেষোক্ত শব্দগুলি লিখিত হইয়াছে, সেই রেওয়াএতটী গ্রহণীয় ও উহার বিপরীত মত পরিত্যক্ত হইবে, এই হেতু বড় মছজেদের রেওয়াএত একমাত্র গ্রহণীয় হইবে।

পাঠক, এক্ষণে বুঝিলেন'ত, বড় মছজেদের রেওয়াএত জাহেরে-রেওয়াএত না হইলেও উহার স্পষ্ট তরজিহ উল্লিখিত হইয়াছে, এই হেতু জাহেরে-রেওয়াএত পরিত্যক্ত হইবে।

বাহাছ-নামা, ৪১ পৃষ্ঠা ও জুমা বিনাশ, ৫৬ পৃষ্ঠা ;—

"যখন তছহিহ (সহিহ মত নির্ব্বাচনে) মতভেদ করা হইবে, তখন জাহেরে-রেওয়াএতের মতাবলম্বী (মতানুসারে কার্য্যকরী) হওয়া ওয়াজেব।"

এস্থলেও উভয় সাহেব ধোকাবাজি করিয়াছেন। আমি শামী কেতাবের ১।৬৭ পৃষ্ঠা হইতে মূল এবারত উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের ধোকা লোক সমাজে প্রকাশ করিতেছি ;—উক্ত এবারত এই ;—

صرح فی کتاب الرضاع من البحر حیث قال الفتوی اذا اختلف کان الترجیح لظاهر الروایة و فیه من باب المصرف اذا اختلف التصحیح وجب الفحص عن ظاهر الروایة والرجوع الیها و کذا لو کان احدهما قول الاکثر لما قدمناه عن الحاوی ◎

বাহরোর রায়েকের দুগ্ধপানের অধ্যায়ে প্রকাশ করা হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, যদি ফৎওয়া সম্বন্ধে মতভেদ হয়, তবে জাহেরে-রেওয়াএতের তরজিহ্ হইবে। উক্ত কেতাবের (জাকাতের) মাছরাফের অধ্যায়ে আছে, যদি তছহিহ تصحیح সম্বন্ধে মতভেদ হয়, তবে জাহেরে-রেওয়াএত অনুসন্ধান এবং উহার দিকে রুজু করা ওয়াজেব। এইরূপ যদি উভয়ের মধ্যে একটী অধিকাংশের মত হয়, তবে তাহার তরজিহ হইবে, ইহার কারণ ইতিপূর্ব্বে হাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছি।"

ইহার মূল মর্ম্ম এই যে, যদি জাহেরে-রেওয়াএত ও নাদের-রেওয়াএত উভয় রেওয়াএত লিখিয়া 'ছহিহ্' বলা হইয়া থাকে, তবে জাহেরে-রেওয়াএত অগ্রগণ্য হইবে ;

এইরূপ জাহেরে-রেওয়াএত ও নাদেরে-রেওয়াএত উভয় উল্লেখ করিয়া علیه الفتوی, 'ইহার উপর ফৎওয়া' লিখিত হইয়াছে, তবে জাহেরে-রেওয়াএত অগ্রগণ্য হইবে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, যদি উভয় প্রকার রেওয়াএতের পরে তুল্য শব্দ ব্যবহার করা হইয়া থাকে, তবে এইরূপ হুকুম হইবে ; আর যদি জাহেরে-রেওয়াএতে যে শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, নাদের-রেওয়াএতে তদপেক্ষা সমধিক তাকিদ সূচক শব্দ উল্লিখিত হয়, তবে এইরূপ ব্যবস্থা হইবে না। তাহতাবী

হইতে ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যে রেওয়াএতের উপর ফৎওয়া উল্লিখিত হইয়াছে, উহা জাহেরে রেওয়াএত অপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে।

উক্ত শামী কেতাবের ১।৫৩ পৃষ্ঠায় আছে;—

وفى وقف البحر وغيره متى كان فى المسئلة قولان مصححان جاز القضاء والافتاء باحدهما (قوله) وفى وقف البحر الى آخره هذا محمول على ما اذا لم يكن لفظ التصحيح فى احدهما آكد من الآخر كما افاده اى فلا يتخير بل يتبع الآكد كما يأتى *

"বাহরোর-রায়েকের অকফের অধ্যায়ে ও অন্যান্য কেতাবে আছে, যদি কোন মছলাতে দুইটী ছহিহ স্থিরীকৃত মত থাকে, তবে এতদুভয়ের মধ্যে কোনটীর দ্বারা ব্যবস্থা প্রদান করা ও ফৎওয়া দেওয়া জায়েজ হইবে, ইহা উক্ত সময়ের ব্যবস্থা হইবে—যখন উভয় রেওয়াএতের মধ্যে কোনটীর تصحيح শব্দ সমধিক তাকিদ সূচক (দৃঢ়তা ব্যাঞ্জক) না হয়, ইহা (ح) বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ (যদি একটীতে সমধিক তাকিদ সূচক থাকে), তবে প্রত্যেকটীর উপর ফৎওয়া দিতে হুকুম দেওয়া হইবে না, বরং সমধিক তাকিদ সূচক মতের অনুসরণ করিবে, যথা ইহার বিবরণ আসিতেছে।"

ঐ দলের লোক জুমা বিনাশের ৪৯—৫১ পৃষ্ঠায় ও বাহাছ-নামার ৩৭।৩৮ পৃষ্ঠায় মারাকিল-ফালাহের টীকা তাহতাবী ও কবিরির এবারত হইতে বড় মছজেদের রেওয়াএতটী জইফ প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু কবিরির মত কয়েক কারণে বাতীল, কবিরির মতের মর্ম্ম এই;—

"বিদ্বানগণ মিছরের ব্যাখ্যা লইয়া বহু মতভেদ করিয়াছেন, উহার মীমাংসা এই যে, মক্কা ও মদিনা দুইটী শহর, এতদুভয় স্থলে নবি (ছাঃ) এর জামানা হইতে এই পর্য্যন্ত জুমা কায়েম করা হইতেছে, কাজেই যে কোন স্থান এতদুভয়ের একটীর তুল্য হইবে, উহা শহর হইবে। আর যে কোন শহরের ব্যাখ্যা এতদুভয়ের মধ্যে কোন একটীর সহিত খাপ না খায়, উহা অগ্রাহ্য হইবে। এমন কি মোখতার, বেকায়া প্রণেতা প্রভৃতির ন্যায় একদল মোতায়াক্কেরিণ যে ব্যাখ্যাটী মনোনীত স্থির করিয়াছেন, যথা—যে স্থানের অধিবাসিদিগের স্থান তথাকার বড় মছজেদে সঙ্কুলান না হয়, উহা শহর হইবে, তাহাও অগ্রাহ্য হইবে। কেননা মক্কা ও মদিনার দ্বারা উক্ত তারিফটী নাকিছ

হইয়া যাইতেছে, ইহার কারণ এই যে, উভয় স্থানের মছজেদে তথাকার অধিবাসিদিগের, বরং তদতিরিক্ত লোকের স্থান সঙ্কুলান হইয়া থাকে। আর ইহারও প্রমাণ নাই যে, হজরত নবি (ছাঃ)এর ও তাঁহার ছাহাবাগণের জামানায় মক্কা ও মদিনার আয়তন বর্ত্তমান মক্কা ও মদিনার আয়তন অপেক্ষা বড় ছিল। কিম্বা স্থানদ্বয়ের মছজেদ বর্ত্তমান জামানার মছজেদ অপেক্ষা ক্ষুদ্র ছিল। কাজেই এই তারিফটী অগ্রাহ্য হইবে।

আমাদের উত্তর ;—

১) এমাম আবুহানিফা, এমাম আবুইউছোফ ও এমাম মোহম্মদ (রঃ) বলিয়াছেন, যে স্থানের বড় মছজেদে তথাকার অধিবাসিদের স্থান সঙ্কুলান না হয়—এত অধিক জুমার হুকুম প্রাপ্ত নামাজিদের সংখ্যা হইলে, উক্ত স্থানকে শহর বলা হইবে।

কবিরি লেখক ও তাহতাবী তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ তবকার ফকিহ নহেন। যখন উক্ত চারি তবকার ফকিহগণ উক্ত এমাম ত্রয়ের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সক্ষম ছিলেন না, তখন তাহারা খাঁটী মোকাল্লেদ হইয়া তাঁহাদের উল্লিখিত তা'রিফকে অগ্রাহ্য বলিয়া দাবি করিতে পারেন না, করিলেও উহা বাতীল দাবী হইবে।

কবিরি লেখক ও তাহতাবী যখন আছহাবে-তরজিহ ও আছহাবে-তমিজ নহেন, তখন আছহাবে-তরজিহ ও আছহাবে-তমিজ ফকিহগণের মনোনীত মতকে অগ্রাহ্য হওয়ার দাবি করিতে পারেন না, সে শক্তি তাঁহাদের নাই, করিলেও উহা বাতীল দাবি হইবে।

(২) কবিরি লেখক হালাবী ও তাহতাবী আমির ও কাজী থাকার রেওয়াএতটী মনোনীত স্থির করিয়াছেন, উহা কোরান শরিফ ও হাদিছ শরিফ ও ছাহাবাগণের আমল হইতে গ্রহণের অযোগ্য স্থিরীকৃত হয়।

বনি-ইছরাইল সম্প্রদায় বলিয়াছিল, আমরা মান্না ও ছালওয়া চাহি না, শাক, কাঁকুড়, গম, মসুর, পিয়াজ চাহি। তদুত্তরে আল্লাহ বলিয়াছিলেন—

اهبطوا مصرا *

"তোমরা মিছরে অবতরণ কর, তোমরা যাহা চাহিতেছ, তাহা তথায় পাইবে।"

এস্থলে বুঝা যায় যে, যে স্থানে উল্লিখিত শব্দগুলি পাওয়া যায় উহাই মিছর (শহর) হইবে।

এক্ষণে আমি কবিরি লেখক ও তাঁহার পক্ষ সমর্থন কারিগণকে জিজ্ঞাসা করি, উক্ত শহরে কি মুছলমানি শরিয়তের আমির ও কাজী ছিল? কখনই না, কাজেই আমির ও কাজীর রেওয়াএত কোরআন শরিফের আয়ত হইতে গ্রহণের অযোগ্য প্রমাণিত হইল।

হাদিছ শরিফ ও ইতিহাস হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, স্বয়ং নবি (ছাঃ) প্রথমে বনি-ছালেমের বাৎনে-ওয়াদীতে জুমা পড়িয়াছিলেন, তথায় বাদশাহ, আমির, কাজী ও হদ জারি কিছুই ছিল না। কাজেই হজরতের হাদিছ হইতে কবিরি লেখকের মনোনীত মতটী জইফ (গ্রহণের অযোগ্য) সপ্রমাণ হইল।

ফৎহোল-বারির ১।৩৭৯।৩৮০ পৃষ্ঠায় এবং আয়নীর ২।`৬৫।৪৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, 'রওহা' একটী গ্রাম, উহা মদিনা শরিফ হইতে দুই দিবসের পথ দূরস্থিত, ওয়াদী বনি ছালেম হইতে ৩৬ মাইল দূরে অবস্থিত, উক্ত গ্রামে জামে' মছজেদ আছে।

'রোওয়ায়ছা' একটী গ্রামের নাম, উহা মদিনা শরিফ হইতে ৫১ মাইল দূরে অবস্থিত, উক্ত গ্রামে একটী জামে' মছজেদ আছে।

'আরজ' একটী গ্রামের নাম, মদিনা হইতে মক্কা গমণ কালে পথের পার্শ্বে পড়িয়া থাকে। উহা রোয়ায়ছা হইতে ১৩ কিম্বা ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত, তথায় একটী জামে' মছজেদ আছে।

ফৎহোল-বারী, ২।২৫৯ পৃষ্ঠা ;—

عن ابن عمر انه كان يرى اهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم ۝

(হজরত) এবনো-ওমার (রাঃ) হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে যে, তিনি মক্কা ও মদিনার মধ্যস্থিত কূপের অধিকারিগণকে জুমা পড়িতে দেখিতেন কিন্তু তাহাদের উপর দোষারোপ করিতেন না।

এইরূপ জেদ্দা ও হেদ্দাতে বরাবর জুমা হইয়া আসিতেছে, কবিরি লেখক যে আমির, কাজি ও হদ জারি করার রেওয়াএত মনোনীত স্থির করিয়াছেন, উহা রওহা, রোওয়ায়ছা, আরজ, জেদ্দা ও হেদ্দাতে পাওয়া যাইত কি? কখনই না, এই ছাহাবাগণের সর্ব্ববাদী সম্মত আমল হইতে তাঁহার মনোনীত রেওয়াএত গ্রহণের অযোগ্য প্রমাণিত হইল।

বরং হজরত নবি (ছাঃ) যখন মদিনা শরিফে উপস্থিত হইয়া জুমা কায়েম করেন, তখন ত তিনি আগন্তুক হিসাবে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি শরিয়তের সমস্ত আহকাম ও হদ জারি করার শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন না, ইতিহাসে ইহার জাজ্জল্যমান প্রমাণ আছে, ইহাতেও কবিরি লেখকের মনোনীত মত গ্রহণযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হয় না।

(৩) হালাবী ও তাহতাবী বলিয়াছেন, মক্কা ও মদিনাতে হজরত নবি (ছাঃ)এর জামানা হইতে জুমা হইয়া আসিতেছে, কাজেই উক্ত স্থানদ্বয়কে মিছর (শহর) নির্ব্বাচন করিতে মানদণ্ড স্থির করিতে হইবে। ইহা তাঁহাদের ভ্রমাত্মক দাবী। ছহিহ দাবী এইরূপ হইবে, হজরতের জামানা হইতে মক্কা, মদিনা, জেদ্দা, হেদ্দা, বাৎনে-ওয়াদী, রোওয়ায়ছা, রওহা, আরজ ইত্যাদি স্থান-সমূহে জুমা হইয়া আসিতেছে। এই সমস্ত স্থানের উপর যে তারিফটী খাপ খায়, সেই তারিফটী ছহিহ হইবে। মিছর নির্ব্বাচন করিতে এই স্থান-গুলিকে মানদণ্ড স্থির করিতে হইবে। ইহাতে বড় মছজেদের তা'রিফটী ছহিহ সপ্রমাণ হয় এবং কবিরির মনোনীত মতটী অর্থাৎ আমির, কাজী ও হদ জারি করার তারিফ নাকিছ হইয়া পড়ে।

(৪) তাহতাবী ও এবরাহিম হালাবী বলিয়াছেন, বড় মছজেদের ব্যাখ্যাটী মক্কা ও মদিনার মছজেদের সহিত খাপ খায় না, কেননা তথাকার অধিবাসিগণের স্থান উক্ত মছজেদ দ্বয়ে সঙ্কুলান হইত, কাজেই এই তারিফ অনুযায়ী মক্কা ও মদিনা শরিফের শহর হওয়া প্রতিপন্ন হয় না। তাঁহাদের এস্থলে ভ্রান্তির কারণ এই যে, তাঁহারা বড় মছজেদের অর্থ জামে' মছজেদ লইয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বড় মছজেদের অর্থ পাঞ্জগানা মছজেদগুলির মধ্যে

যেটী বড় মছজেদ, উহার উপর লক্ষ্য করিয়া শহরের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাঁহারা ইহা বুঝিতে না পারিয়া এইরূপ ভ্রমসঙ্কুল মত প্রকাশ করিয়াছেন।

বারজান্দির ১৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

ذكر فى الخزانة ان احسن ما قيل فى هذا الباب ثم اذا كانوا بحال لو اجتمعوا فى اكبر مساجدهم لا يسعهم حتى احتاجوا الى بناء المسجد الجامع فهذا صريح فى ان المراد باكبر المساجد غير المسجد الجامع وقد صرح فى فتاوى الزاهدى من ان المراد باكبر المساجد اكبر المساجد للصلوات الخمس ٭

খাজানা কেতাবে আছে, এই শহর সম্বন্ধে যাহা কিছু কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত মতটী উৎকৃষ্ট—"তৎপরে যদি তাহারা এরূপ অবস্থায় হন যে, যদি তাঁহারা তাঁহাদের মছজেদে সমবেত হন, তবে উহাতে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান না হয়, এমন কি তাহাদের জামে' মছজেদ প্রস্তুত করার আবশুক হইয়া পড়ে, (তবে উক্ত স্থানকে শহর বলা হয়)। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, বড় মছজেদের মর্ম জামে' মছজেদ নহে। নিশ্চয় ফাতাওয়ায়-জাহেদীতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বড় মছজেদের মর্ম পাঞ্জগানা মছজেদগুলির মধ্যে যেটী বড় মছজেদ হয়।"

বাহারোর-রায়েক, ২।১৪০ পৃষ্ঠা ;—

فى المجتبى وعن ابى يوسف انه ما اذا اجتمعوا فى اكبر مساجدهم للصلوات الخمس لم يسعهم وعليه فتاوى اكثر الفقهاء ۞

"মোজতবা কেতাবে আছে, (এমাম) আবুইউছোফ (রঃ) বলিয়াছেন, যে স্থানটী এরূপ হয় যে, যদি তথাকার লোকেরা তাহাদের পাঞ্জগানা মছজেদ-গুলির মধ্যে বড়টীতে সমবেত হন, তবে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান না হয়, উক্ত স্থানটীকে শহর বলা হয়। এই মতের উপর অধিকাংশ ফকিহ ফৎওয়া দিয়াছেন।"

এক্ষণে তাহতাবী ও হালাবীর ভ্রম বুঝুন, মক্কা ও মদিনা শরিফে যতগুলি পাঞ্জগানা মছজেদ ছিল, তৎসমস্তের মধ্যে এক একটী বড় মছজেদ আছে, উভয় স্থানের অধিবাসিগণের স্থান উক্ত বড় মছজেদে সঙ্কুলান হইত না, কাজেই উক্ত তারিফ অনুযায়ী মক্কা ও মদিনা শরিফের শহর হওয়া সপ্রমাণ হইল।

এস্থলে মক্কা ও মদিনা শরিফের জামে' মছজেদে উক্ত স্থানদ্বয়ের অধিবাসিগণের স্থান সঙ্কুলান হওয়া কিম্বা না হওয়ার প্রশ্ন উঠিতেই পারে না এবং এই বাতীল প্রশ্নের উপর নির্ভর করতঃ উপরোক্ত বহু ফকিহ কর্ত্তৃক সমর্থিত তারিফকে নাকেছ বলা যাইতে পারে না।

(৫) তৎপরে হালাবী বলিয়াছেন, হেদায়া প্রণেতা আমির ও কাজীর রেওয়াএতটী মনোনীত স্থির করিয়াছেন, ইহাও তাঁহার বাতীল দাবী। কেননা হেদায়া প্রণেতা প্রথম আমির ও কাজীর রেওয়াএত উল্লেখ করতঃ বলিয়াছেন, ইহা আবু ইউছফের মত, ইহা কারখির মনোনীত, আরও ইহা জাহেরে-রেওয়াএত, তৎপরে হেদায়া লেখক বড় মছজেদের রেওয়াএত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, ইহা আবু ইউছফের মত এবং ছালজির মনোনীত মত। আরও হেদায়া প্রণেতার নিয়ম এই যে, তিনি নিজের মনোনীত মতটী শেষে উল্লেখ করিয়া থাকেন, ইহা হেদায়ার আদ্যান্ত পাঠ করিলে বুঝা যায়, কাজেই বড় মছজেদের রেওয়াএতটী হেদায়া প্রণেতার মনোনীত মত হওয়া প্রমাণিত হইল।

আরও যদি স্বীকার করিয়া লই যে, আমির ও কাজীর রেওয়াএত তাঁহার মনোনীত মত, তবে বলি, হেদায়া প্রণেতার মনোনীত মত না হইলেই যে উহা জইফ মত হইবে, ইহা বাতীল দাবি, কেননা অধিকাংশ ফকিহ বড় মছজেদের রেওয়াএতের উপর ফৎওয়া দিয়াছেন, রদ্দোল-মোহতার, ১।৭৫৭ পৃষ্ঠা ;—

وعليه فتوى اكثرالفقهاء ٥

"ইহার উপর অধিকাংশ ফকিহর ফৎওয়া হইয়াছে।"

আরও এক কথা বড় মছজেদের রেওয়াএত নবি (ছাঃ) ও ছাহাবাগণের আমলের মোয়াফেক, কাজেই ইহা গ্রহনীয় মত হইবে।

আরও হালাবী বলিয়াছেন, মক্কা ও মদিনার মছজেদদ্বয় পূর্ব্বকালে বর্ত্তমান জামানার মছজেদদ্বয় অপেক্ষা সমধিক ক্ষুদ্র ছিল, ইহাও জানা যায় না, এইটীও তাঁহার বাতীল দাবী।

٥ كتاب اعلام فى اعلام بلد الله الحرام নামক কেতাবে আছে ;—

تزيد عما ركها و لنقص بحسب الزمان و بحسب الولاة والامن والخوف والضلاء والرخاء ٥

"মক্কা শরিফের এমারত কালের, শাসন কর্ত্তাদের, শান্তি, অশান্তি, দুর্ভিক্ষ ও স্বচ্ছলতা পরিবর্ত্তনে হ্রাস বৃদ্ধি হইত।"

তারিখোল-খমিছ ;—

و اما المسجد الحرام فكان فناء حول الكعبة للطائفين و لم يكن على عهد رسول الله صلعم و ابى بكر رضى الله عنه جدارا يحيط به و انما كانت الدور محدقة و بين الدور ابواب يدخل الناس منها من كل ناحية فلما استخلف عمر بن الخطاب وكثر الناس وسع المسجد واشترى دورا فهدمها وادخلها فيه ثم احاط عليه جدارا قصيرا دون القامة و كانت المصابيح توضع فكان عمر اول من اتخذ الجدار للمسجد الحرام ثم كما استخلف عثمان ابتاع المنازل فى سنة ست وعشرين وسع الحرام بها ايضا و بنى المسجد والاروقة فكان عثمان اول من اتخذ للمسجد الحرام الاروقة ثم ان عبد الله بن الزبير زاد فى المسجد زيادة كثيرة *

"মছজেদোল-হারাম উহা তওয়াফ কারিগণের জন্য কা'বা গৃহের চতুর্দ্দিকস্থ বারান্দা ছিল। নবি (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ)এর জামানাতে পরিবেষ্টনকারী প্রাচীর ছিল না, উহার চারিদিকে দণ্ডীভূত ঘরগুলি ছিল, গৃহগুলির মধ্যে দ্বার সকল ছিল, লোকেরা প্রত্যেক দিক হইতে উক্ত দ্বারদেশ দ্বারা (উহার মধ্যে) প্রবেশ করিতেন। যখন ওমার বেনেল-খাত্তাব খলিফা নিয়োজিত হইয়াছিলেন ও লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন তিনি উক্ত মছজেদের আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন ও গৃহগুলি ক্রয় করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া মছজেদোল-হারামের মধ্যে দাখিল করিয়া লইলেন। তৎপরে তিনি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া দিলেন যাহা মনুষ্যের দৈর্ঘ অপেক্ষা নিম্নতর ছিল। প্রদীপ সকল উহাতে স্থাপন করা হইত। ইহাতে বুঝা যায় যে, (হজরত) ওমার প্রথমে মছজেদোল-হারামের প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তৎপরে যখন (হজরত) ওছমান (রাঃ) খলিফা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি ২৬ হিজরীতে কতকগুলি গৃহ ক্রয় করতঃ মছজেদোল-হারামের আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন ও তিনি মছজেদ ও বারান্দাগুলি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহাতে যে, হজরত ওছমান (রাঃ) প্রথমে মছজেদোল-হারামের বারান্দা

প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তৎপরে (হজরত) আবদুল্লাহ বেনে-জোবাএর মছজেদোল-হারামের আয়তন বহু বেশী বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

উক্ত কেতাবে আছে ;—

ثم ان الوليد بن عبدالملك وسع المسجد ثم ان المنصر زاد في شقة الشامى ثم زاد المهدى بعده مرتين واستقر بناءه الى يومنا هذا ◉

"তৎপরে অলিদ বেনে আবদুল মালেক মছজেদোল-হারামের আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তৎপরে মনছুর শামী কোণে উহার আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তৎপরে উহার পরে (খলিফা) মাহদী দুইবার উহার আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত উহার আয়তন সেইরূপ আছে।

খোলাছাতোল-অফা ;—

روى يحيى فى خبر عن اسامة بن زيد عن ابيه قال كان الذين اسسوا المسجد جعلوا طوله مما يلى القبلة الى مؤخره مائة ذراع وفى الجانبين الآخرين اى العرض مثل ذلك فكان مربعا ◉

"এহইয়া, ওছামা বেনে জয়েদ হইতে, তিনি তাঁহার পিতা (জয়েদ) হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, যাহারা মছজেদে-নাবাবী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহারা উহার দৈর্ঘ কেবলার দিক হইতে উহার পশ্চাৎদিক পর্য্যন্ত শত হাত স্থির করিয়াছিলেন। অন্য দুই দিক হইতে অর্থাৎ প্রস্থ ঐ পরিমাণ স্থির করিয়াছিলেন, এক্ষেত্রে উক্ত মছজেদ চৌকোণা ছিল।"

আরও উক্ত কেতাব ;—

عن يحيى خارج بن زيد بن ثابت بنى رسول الله صلعم ٥ سبعين ذراعا فى ستين ذراعا ◉

এহইয়া খারেজ বেনে জয়েদ বেনে ছাবেতের বর্ণনা ;—

নবি (ছাঃ) ৭০ হাত লম্বা ও ৬০ হাত প্রস্থ মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।"

উক্ত কেতাব ;—

كان المسجد على هذه الهيئة فى عهد رسول الله صلعم ولم يزد فيه ابو بكر شيأ ولما كان زمان خلافة عمر و كثر الناس و ضاق المسجد منهم وسعه عمر و زاد فيه *

"মছজেদ নাবাবী নবি (ছাঃ)এর জামানাতে এই অবস্থাতে ছিল এবং (হজরত) আবুবকর (রাঃ) উহাতে কিছু বৃদ্ধি করেন নাই, আর (হজরত) ওমার (রাঃ)র খেলাফতের সময় লোকদের সংখ্যা অধিক হইলেও মছজেদে তাহাদের স্থান সঙ্কীর্ণ হইলে, তিনি উহার আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।"

فى تاريخ اليافعى ان زيادته كانت فى سنة سبع عشرة و ذكر غيره انه زاد فى هذه السنة فى المسجد الحرام *

"তারিখ ইয়াফিয়িতে আছে, ১৭ হিজরীতে উহার আয়তন বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। অন্যান্য লোক বর্ণনা করিয়াছেন, এই সনে মছজেদোল-হারামের আয়তন তিনি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।"

উক্ত কেতাব ;—

ثم غيره عثمان فيه و وسعه و زاد فيه زيادات كثيرة قال اهل السير جعل عثمان طول المسجد مائة و ستين ذراعا و عرضه مائة و خمسين ذراعا ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك بن مروان فى ايام خلافته وجعل ارسع فجعل مائتى ذراع و عرضه فى مقدمه مائتين ذراعا و فى مؤخره مائة و ثمانين ذراعا *

"তৎপরে (হজরত) ওছমান (রাঃ) উহা পরিবর্ত্তন করতঃ উহার আয়তন বহু বেশী করিয়াছিলেন।

ইতিহাস বেত্তাগণ বলিয়াছেন, হজরত ওছমান মছজেদে-নাবাবীকে ১৬০ হাত দীর্ঘ ও ১৫০ হাত প্রস্থ করিয়াছিলেন। তৎপরে অলিদ বেনে আবদুল মালেক বেনে মারওয়ান তাঁহার খেলাফত কালে উহার আয়তন বৃদ্ধি ও সমধিক প্রশস্থ করিয়াছিলেন। তিনি উহার দীর্ঘ ২০০ হাত এবং উহার প্রস্থ সম্মুখের দিকে ২০০ হাত ও পশ্চাতের দিকে ১৮০ হাত করিয়াছিলেন।"

উক্ত কেতাব ;—

ثم زاد المهدی العباس مائة ذراع من جهة الشام فقط دون الجهات الثلاث الاخر ثم جدده المامون فده ٭

"তৎপরে মাহদী আব্বাছ অন্যান্য তিন দিক্ ব্যতীত কেবল শামের দিকে ১০০ হাত বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তৎপরে মামুন উহা নূতন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, মক্কা মদিনার মছজেদদ্বয় নবি (ছাঃ) এর জামানাতে ছোট ছিল, তৎপরে উক্ত মছজেদদ্বয়ে লোকদের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ার জন্য উহার আয়তন বারম্বার বৃদ্ধি করা হইয়াছিল, যদিও বড় মছজেদের তারিফ পাঁচগানা মছজেদের হিসাবে কথিত হইয়াছে, তথাচ হালাবী ও তাহতাবীর এই দাবী যে, মক্কা ও মদিনার মছজেদদ্বয় প্রথম অবস্থাতে ক্ষুদ্রতর থাকার কথা জানা যায় না, সুতরাং ইহা বাতীল দাবি হওয়া সপ্রমাণ হইল।

ভুল সংশোধন, ৪৭।৫১ ; বোরহানোছ-ছালেহিন, ৬৬।৬৭ পৃষ্ঠা ; জুমা-বিনাশ, ৫৯ পৃষ্ঠা ও বাহাছ-নামা, ৪০ পৃষ্ঠা :—

জামেয়োর-রমুজে আছে ;—

لانهم قالوا ان هذا الحد غير صحيح عند المحققين ٭

"কেননা তাহারা বলিয়াছেন, এই বড় মছজেদের ব্যাখ্যাটী সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ্-গণের নিকট ছহিহ নহে।"

আমাদের উত্তর ;—

এইরূপ দোর্‌রোল-মোখতারের টীকা তাহতাবীর ১।৩৪৯ পৃষ্ঠায় আছে, কাহাস্তানি বলিয়াছেন, তাহারা বলিয়াছেন, এই ব্যাখ্যা সূক্ষ্মবিদ্‌গণের নিকট ছহিহ নহে।

এস্থলে দুইটী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, প্রথম قالوا তাঁহারা বলিয়াছেন, ইহারা কাহারা? ইহারা কি ফকিহ ছিলেন, না মোকাল্লেদ? এইরূপ المحققين সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ্‌গণ, ইহারা কাহারা? ইহারা ফকিহ ছিলেন, না মোকাল্লেদ? যতক্ষণ ইহা ফকিহগণের মত বলিয়া সপ্রমাণ করিতে না পারেন, ততক্ষণ ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

যদি উহা ফকিহগণের কথা হইত, তবে মুহিত, জহিরিয়া, বাহরোর-রায়েক, নহরোল-ফায়েক, কেফায়া, এনায়া, বাজ্জাজিয়া, হাবিল কুদছি, শরহে-অহবানিয়া, মোস্তবা, মে'রাজ, হাকায়েক, বাদায়ে, শরহে-দোররোল-বেহার, শরহে-মোলতকা, দোরার, খাব্বাজিয়া, গায়াতোল-বায়ান, জামে-রোমাওয়াজেল, ওউন, ছেরাজ, শরহোত্তরতিব, মোখতারোমাওয়াজেল, ওয়াকেয়াত, মাজমায়োল-ফাতাওয়া, ওয়াল-ওয়ালজিয়া, দোরারোল-বেহার, এখতিয়ার, দোরোল-মোখতার, জওহারা, কাফি, তবইন, তোহফা, এছরার, ইয়ানাবী, খোলাছা, জাওয়া মেয়োল-ফেকহ, বারজান্দি, তাতার-খানিয়া, গোরার, মোলতাকা, মোনতাকা, শরহে-বেকায়া, হেদায়া, শরহোল মোকাদ্দছি, এমদাদ, হুরোল-ইজাহ, জামেয়োল-ফছুলাএন, মানাহ, ফয়েজ, দেরায়া, শরহোল-কাফি, ইজাহোছ-ছায়রাফি, বোরহান, অজিজ, মহবুবি, হাওয়াশিয়া-ছা'দিয়া, জামেয়োল-ফাতাওয়া, খাজানা, ওয়াফি, নেছাব, মাওয়াহেবোর-রহমান, ছেরাজিয়া, শরহে-আকৃতা, এতাবিয়া, বোখতার, হুলইয়া, শরহে-হেদইয়া এমাদ, গোরারোল-আজকার, শরহে-গজনবিয়া, শরহে-ইলইয়াছ ইত্যাদি কেতাবে লিখিত থাকিত যে, ফকিহগণ বড় মহজেবের রেওয়াএতটী জইফ বলিয়াছেন, যখন এই সমস্ত কেতাবে উহা লিখিত হয় নাই, তখন উহা কোন ফকিহ বিদ্বানের কথা নহে, উহা মোকাল্লেদ বিদ্বানের কথা হইবে, তাহাও অপরিচিত লোকের কথা, কাজেই এইরূপ কথা গ্রহণের অযোগ্য।

(২) আল্লামা এবনো-আবেদীন শামী 'রদ্দোল-মোহতারের ১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

وقد اوضحها المحقق ابن كمال باشا فى بعض رسائله فقال لابد للمفتى ان يعلم من يفتى بقوله ولا يكفيه معرفته باسمه ونسبه بل لابد من معرفة فى الرواية ودرجته فى الدراية وطبقته من طبقات الفقهاء ليكون على بصيرة فى التمييز بين القولين المتخالفين وقدرة كافية فى الترجيح من القولين المتعارضين ●

"মোহাক্কেক বেনে কামাল বাশা নিজের কোন কেতাবে লিখিয়াছেন, মুফতির পক্ষে কাহার কথা দ্বারা ফৎওয়া দিবেন তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক, কেবল তাহার নাম ও বংশ জানা যথেষ্ট হইবে না, বরং রেওয়াএত ও দেরায়েতে (এজতেহাদ শক্তিতে) তাঁহার দরজা ও ফকিহগণের তাবাকাতের মধ্যে তাঁহার তবকা কি, তাহা জানা দরকার। ইহাতে বিপরীত বিপরীত দুইটী মতের মধ্যে প্রভেদ করার জ্ঞান ও বিরুদ্ধমুখীন দুইটী মতের মধ্যে একটীকে তরজিহ দেওয়ার শক্তি হইবে।" এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, যাহারা বড় মছজেদের রেওয়াএতটী জইফ হওয়ার দাবি করিয়াছেন, তাহারা কোন্ তবকার লোক ছিলেন? তাহারা কি ফকিহ ছিলেন? না মোকাল্লেদ? যতক্ষণ ইহা প্রমাণ করিতে না পারেন, ততক্ষণ ইহা বাতীল দাবি ও বাজে কথা বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) জামেয়োর-রমুজের প্রণেতার নাম কাহাস্তানি, তিনিই জামেয়োর-রমুজে উক্ত কথা লিখিয়াছেন, তাহতাবী উহা নিজের মত বলিয়া প্রকাশ করেন নাই, উহা কাহাস্তানীর মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মাজমায়োল-আনহোর প্রণেতা কাহাস্তানির অনুসরণ করিয়া উপরোক্ত মত লিখিয়াছেন।

জামেয়োর-রমুজ প্রণেতা حاطب الليل নামে অভিহিত হইয়াছেন।

রদ্দোল-মোহতার, ১১৫৪ পৃষ্ঠা ;—

ولا يجوز الافتاء من الكتب المختصرة (الى) لعدم الاطلاع على حال مولفيها - - (الى) شرح النقاية للقهستانى اولنقل الاقوال الضعيفة كالقنية للزاهدى فلا يجوز الافتاء من هذه الا اذا علم المنقول عنه واخذه منه *

উল্লিখিত এবারত হইতে বুঝা যায় যে, শরহে-নেকায়া (জামেয়োর-রমুজ) বেতাবখানা জইফ কেতাব, উহার রেওয়াএত কোন্ স্থান হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, যতক্ষণ জানা না যায়, ততক্ষণ উহা দ্বারা ফৎওয়া দেওয়া জায়েজ হইবে না।

(৪) রদ্দোল-মোহতার, ১৮১।৮২ পৃষ্ঠা ;—

ফকিহগণের কয়েকটী তবকার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, প্রথম তবকার নাম মোজতাহেদ-ফিশ-শরিয়ত, ইহারা চারি এমাম ছিলেন।

দ্বিতীয় তবকার নাম মোজতাহেদ-ফিল-মাজাহেব, ইহারা এমাম আবু ইউছোফ, এমাম মোহাম্মদ ও এমাম আজমের অন্যান্য শিষ্যগণ।

তৃতীয় তবকার নাম মোজতাহেদ-ফিল-মাছায়েল, যেরূপ খাছছাফ, আবু জায়া'ফর তাহাবী, আবুল হাছান কারখি, শামছোল-আএম্মায় হোলোওয়ানি, শামছোল-আএম্মায় ছারাখছি, ফখরোল-ইছলাম বজদবী, ফখরোদ্দীন কাজিখান প্রভৃতি, এই দল ওছুল ও ফরুয়াত কোন বিষয়ে এমাম আজমের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সক্ষম নহেন। কিন্তু তাঁহারা এমামগণের নির্দ্ধারিত নিয়ম কানুন অনুসারে যে সমস্ত মছলার জওয়াব দেওয়া হয় নাই কেয়াছ করিয়া তৎসমুদয়ের ব্যবস্থা প্রকাশ করেন।

চতুর্থ তবকার নাম আছহাবোত্তখরিজ, যেরূপ এমাম রাজি প্রভৃতি, ইহারা মোকাল্লেদ ছিলেন. কোন প্রকার এজতেহাদের ক্ষমতা রাখিতেন না, কিন্তু তাঁহারা ওছুলের পূর্ণ জ্ঞান রাখার জন্য ও মূল দলীল আয়ত্বাধীন করার জন্য এমাম আজম ছাহেব ও তাঁহার শিষ্যগণের উল্লিখিত অস্পষ্ট মর্ম্মের মছলা-গুলির স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন।

পঞ্চম তবকার নাম আছহাবোর-তরজিহ, ইহারা মোকাল্লেদ, যেরূপ আবুল হাছান কদুরী, হেদায়া প্রণেতা—তাঁহারা কতক রেওয়াএতকে কতক রেওয়াএতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন, যেরূপ هذا اولى (ইহা সমধিক উত্তম), هذا اصح رواية (ইহা রেওয়াএতের হিসাবে সমধিক ছহিহ), هذا ارفق للناس, (ইহা লোকদের জন্য সমধিক সহজ)।

৬ষ্ঠ, এরূপ মোকাল্লেদগণের তবকা—যাহারা কোন্‌টী সমধিক সবল, কোন্‌টী দুর্ব্বল, কোন্‌টী জাহেরে-রেওয়াএত, কোন্‌টী নাদের রেওয়াএত তাহা প্রভেদ করিতে জানেন ; যেরূপ বিশ্বাসযোগ্য মোতায়াক্কেরিণ 'মতন' লেখকগণ, যথা কান্জ, মোখতার, বেকায়া ও মজমু প্রণেতাগণ। তাঁহাদের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা পরিত্যক্ত মত ও জইফ রেওয়াএত বর্ণনা করেন না।

সপ্তম, এরূপ মোকাল্লেদগণ—যাঁহারা ছহিহ ও জইফের মধ্যে প্রভেদ করিতে জানেন না। এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, বড় মছ্‌জেদের রেওয়াএত এমাম আজম ও তাঁহার দুই শাগরেদ এমাম আবু ইউছফ ও এমাম মোহাম্মদ (রঃ)এর মত, তৃতীয় তবকার খাছছাফ, আবু জা'ফর তাহাবী, আবুল হাছান কারখি, শামছোল-আএম্মায় হোলওয়ানি, শামছোল-আএম্মায় ছারাখছি, ফখরোল-ইছলাম বজদবি, কাজিখান প্রভৃতি কি বড় মছজেদের রেওয়াএতকে জইফ বলিয়াছেন? যদি বলিয়া থাকেন তবে কোন্ কেতাবে বলিয়াছেন? হেদায়া কেতাবে আছে, কারখি আমির ও কাজির রেওয়াএতটী মনোনীত স্থির করিয়াছেন। একটী রেওয়াএত মনোনীত স্থির করিলে, উহার বিপরীত মত জইফ হওয়া প্রমাণিত হয় না।

ফেকহের কেতাবে অনেক মছলা আছে যাহাতে ফকিহগণের মতভেদ হইয়াছে। একদল একটী রেওয়াএত মনোনীত স্থির করিয়াছেন, অন্য দল তদ্বিপরীত রেওয়াএত মনোনীত স্থির করিয়াছেন, ইহাতে দ্বিতীয় রেওয়াএতের জইফ হওয়া বুঝা যায় না।

চতুর্থ তবকার রাজি প্রভৃতি কি বড় মছজেদের রেওয়াএতটী জইফ স্থির করিয়াছেন? করিয়া থাকিলে কোন্ কেতাবে ইহা লিখিত আছে?

আবুল হাছান কদুরী ও হেদায়া প্রণেতা জহিরুদ্দিন মোরগিনানী কি বড় মছজেদের রেওয়াএতটী জইফ স্থির করিয়াছেন? হেদায়াতে আছে, আবুল হাছান কারখি আমির ও কাজীর রেওয়াএত মনোনীত স্থির করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে ছালজি বড় মছজেদের রেওয়াএতটী মনোনীত স্থির করিয়াছেন।

তাবাকেয়ে-হানাফিয়া, ৬৯ পৃষ্ঠা;—

محمد بن شجاع ابو عبد الله الثلجى تفقه على الحسن بن ابى مالک والحسن بن زياد و برع فى العلم و كان فقيه العراق فى وقته والمقدم فى الفقه والحديث مع ورع و عبادة مات فجاءة سنة ٢٦٧ سبع و ستين و مائتين ساجدا فى صلوة العصر قال السمعانى كان فقيه العراق فى وقته و اخذ عن الحسن ابن

زياد اللؤلؤى - وفى سير النبلاء محمد بن شجاع الفقيه احد الاعلام البغدادى الحنفى وكان من بحور العلم وفى كامل ابن الاثير كان من اصحاب الحسن بن زياد صاحب ابى حنيفة وفى طبقات القارى هو فقيه اهل العراق فى وقته والمقدم فى الفقه والحديث وقراة القرآن مع ورع وعبادة ◎

"মোহম্মদ বেনে শোজা" আবু আহদুল্লাহ ছলজি, হাছান বেনে আবি মালেক ও হাছান বেনে-জিয়াদের নিকট ফেকহ শিক্ষা করিয়াছিলেন, এলমে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বসময়ে এরাক দেশের ফকিহ, পরহেজগার ও তাপস হওয়া সত্ত্বেও ফেকহ ও হাদিছে অগ্রণী (এমাম) ছিলেন। তিনি ২৬৭ হিজরীতে হঠাৎ আছরের নামাজে ছেজদা অবস্থাতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। ছাময়ানি বলিয়াছেন, তিনি নিজের সময়ে এরাক প্রদেশের ফকিহ ছিলেন, হাছান বেনে জিয়াদ লো'লো'র নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

ছিয়ারোন্নোবালাতে আছে, মোহম্মদ বেনে শোজা' হানাফী, বগদাদ অধিবাসী, ফকিহ ও প্রবীণ আলেমগণের অন্যতম ও বিদ্যার সাগর ছিলেন।

কামেল এবনোল-আছিরে আছে, তিনি আবু হানিফা (রাঃ)র শাগরেদ হাছান বেনে-জিয়াদের শিষ্য ছিলেন। তাবাকোল-কারীতে আছে, তিনি নিজের সময়ে এরাকবাসিদিগের ফকিহ, ফেকহ, হাদিছ ও হাদিছে অগ্রণী (এমাম), পরহেজগার ও তাপস ছিলেন।"

তাহতাবী, ১৩৩৮।৩৩৯ পৃষ্ঠা ;—

قال السيد ابن شجاع هذا احسن ما قيل فيه وفى الوكر الجنة وهو صحيح وقال البلخى هذا احسن شئ سمعته ◎

"ছৈয়দ এবনো-শোজা' বলিয়াছেন, এই শহর সম্বন্ধে যাহা কিছু কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মত। ওয়াল-ওয়ালিজিয়াতে আছে, ইহাই ছহিহ মত। বালাখি বলিয়াছেন, আমি যাহা কিছু শ্রবণ করিয়াছি, তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মত।"

তারাজেমে-হানাফিয়া, ৬৮ পৃষ্ঠা ;—

ابو عبد الله الفقيه البلخى ولد سنة ١٩٢ اثنتين و تسعين و مائة و تفقه على شداد بن حكيم ثم على ابى سليمان الجوزجانى و مات سنة ٢٧٨ ثمان و سبعين و مائتين ◎

"ফকিহ আবু আবদুল্লাহ বালাখি, ১৯২ হিজরীতে পয়দা হইয়াছিলেন। শাদ্দাদ বেনে হাকিমের নিকট, তৎপরে আবু ছোলায়মান জওজজানির নিকট ফেকহ শিক্ষা করিয়াছিলেন।"

তারাজেমে-হানাফিয়া, ৪০ পৃষ্ঠা ;—

ظهير الدين الولوالجى امام فاضل نظار كامل تفقه ببلخ على ابى بكر القزار محمد بن على و على بن الحسن البرهان البلخى و كانت ولادته بولوالج سنة ٤٦٨ سبع و ستين و اربع مائة و مات هناك بعد اربعين و خمس مائة و له الفتاوى المعروفة بالولوالجية ◆

"জহিরদ্দিন ওয়ালওয়ালেজি এমাম ফাজেল তর্কবাগীশ কামেল ছিলেন, বালাখে আবুবকর কাজ্জার মোহম্মদ বেনে আলি ও আলি বেনে হাছান বোরহান বালাখির নিকট ফেকহ শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ওয়ালওয়ালেজ নামক স্থানে ৪৬৭ সনে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথায় ৫৪০ হিজরীর পরে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ফাতাওয়ায়-ওয়ালওয়ালেজিয়া প্রসিদ্ধ।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, যদিও কারখি আমির ও কাজীর রেওয়াএতকে মনোনীত স্থির করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার সমশ্রেণী (এক তবকাভুক্ত) ছলজি, বালাখি ও জহিরদ্দিন ওয়ালওয়ালেজি এই তিন ফকিহ বড় মছজেদের রেওয়াএতটী মনোনীত ও ছহিহ স্থির করিয়াছেন।

হেদায়া কেতাবে আমির ও কাজির রেওয়াএতটী জাহেরে-রেওয়াএত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

বাহরোর-রায়েক, ২।১৪০ ও দোর্রোল-মোখতার ও শামী, ১।৭৪ পৃষ্ঠা ;—

و عليه فتوى اكثر الفقهاء. مجتبى ◎

"মোজতাবা কেতাবে আছে, বড় মছজেদের রেওয়াএতের উপর অধিকাংশ ফকিহ ফৎওয়া দিয়াছেন।"

আরও তাহতাবী, ১।৪৩৭ পৃষ্ঠা ;—

فيه انهم نصوا على ان ما به الفتوى مقدم على غيره ولو ظاهرا لرواية •

"উহাতে আছে, নিশ্চয় ফকিহগণ বলিয়াছেন, যে রেওয়াএতের উপর ফৎওয়া হইয়াছে, উহা অন্য রেওয়াএতের অপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে—যদিও অন্য রেওয়াএত জাহেরে-রেওয়াএত হয়।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, আমির ও কাজীর রেওয়াএত জাহেরে-রেওয়াএত হইলেও যখন অধিকাংশ ফকিহ বড় মছজেদের রেওয়াএতের উপর ফৎওয়া দিয়াছেন, তখন এই রেওয়াএত অগ্রগণ্য ও গ্রহণযোগ্য হইবে।

এস্থলে আর একটী কথা স্মরণ রাখা উচিত, উহা এই যে, দোরেল-মোখতারের টীকা তাহতাবীতে লিখিত হইয়াছে যে, কাহাস্তানি বলিয়াছেন যে, সূক্ষ্মতত্ত্ববিদগণের মতে বড় মছজেদের রেওয়াএত ছহিহ নহে, কিন্তু তিনিই লিখিয়াছেন যে, ছলজি, বালাখী ও ওয়ালওয়ালেজি এই ফকিহ ত্রয় বড় মছজেদের রেওয়াএতকে ছহিহ ও সর্ব্বোত্তম মত বলিয়াছেন, কাজেই তাহতাবীর মতে কাহাস্তানির মত ছহিহ নহে, কাহাস্তানি ছয় তবকার মধ্যে কোন তবকাভুক্ত নহেন, বরং একজন জইফ মত প্রচারকারী মোকাল্লেদ ব্যক্তি।

এক্ষণে আসুন, ৬ষ্ঠ তবকার আলেমগণের মধ্যে কি কেহ বড় মছজেদের রেওয়াএতটী জইফ বলিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধান করা হউক।

শামী, ১।৭৪৭ পৃষ্ঠা ;—

وعليه مشى فى الوقاية ومتن المختار وشرحه وقدمه فى متن الدرر على القول الآخر وظاهره ترجيحه وايده صدر الشريعة بقوله لظهور التوانى فى احكام الشرع سيما فى اقامة الحدود فى الامصار •

"বড় মছজেদের রেওয়াএতের উপর বেকায়া লেখক বলিয়াছেন, মোখতারের মতন ও উহার টীকাতে এই মত গৃহীত হইয়াছে। দোরারের মতনে এই মতটী অন্য মতের পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহাতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, তিনি এই মতটী প্রবল স্থির করিয়াছেন। ছদরোশ-শরিয়াহ

শরিয়তের আহকামে, বিশেষতঃ শহরসমূহে হদ সকল জারি করিতে শিথিলতা প্রকাশ হওয়ায় এই মত সমর্থন করিয়াছেন।"

তাহতাবী, ১।৩৩৯ পৃষ্ঠা ;—

واعتمده برهان الشريعة نهر *

"নহরোল-ফায়েকে আছে, বোরহানোশ-শরিয়াহ এই মতটী বিশ্বাসযোগ্য স্থির করিয়াছেন।"

এই তবকার ফকিহগণ জইফ মত উল্লেখ করেন না, ইহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাতে বুঝা যায় যে, বড় মছজেদের রেওয়াএত এমাম আজম ও তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের মত। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ট তবকার কোন ফকিহ উহা জইফ বলেন নাই। সপ্তম তবকার লোক ফকিহ নহেন, ছহিহ ও জইফ প্রভেদ করিতে সক্ষম নহেন, এই শ্রেণীর অন্তর্গত এবরাহিম হালাবী, তাহতাবী, মাজমায়োল-আনহোর প্রণেতা ও কাহাস্তানী। এক্ষনে আমাদের জিজ্ঞাস্য, প্রথম হইতে ষষ্ঠ তবকার ফকিহগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, উহা ত্যাগ করতঃ সপ্তম তবকার আলেমগণের কথা মান্য করা জায়েজ হইবে কি ?

যদি জুমার বিরোধি দল ইহা প্রমাণ করিতে পারেন যে, ছয় তবকার ফকিহগণ বড় মছজেদের রেওয়াএত জইফ স্থির করিয়াছেন, তবে ৫০৲ টাকা পুরস্কার পাইবেন।

আর যদি প্রমাণ করিতে পারেন যে, ছয় তবকার ফকিহ ও অধিকাংশ ফকিহ বিদ্বানের ফৎওয়া গ্রাহ্য মতের বিপরীত সপ্তম তবকার আলেমদের কথা মান্য করা জায়েজ হইবে, তবে আরও ৫০৲ টাকা পুরস্কার পাইবেন।

বাহরোর-রায়েক, ২।১৪০ পৃষ্ঠা ;—

وفي حد المصر اقوال كثيرة اختاروا منها قولين احدهما ما
في المختصر ثانيهما ما عزوه لابي حنيفة انه بلدة كبيرة فيها
سكك واسواق ولها رساتيق وفيها وال يقدر على انصاف المظلوم
من الظالم بحشمه وعلمه او علم غيره والناس يرجعون اليه
في الحوادث وقال في البدائع وهو الاصح وتبعه الشارح وهو اخص
مما في المختصر وفي المجتبى وعن ابي يوسف انه ما اذا

اجتمعوا فی اکبر مساجدهم للصلوات الخمس لم يسعهم و عليه فتوی اکثرالفقهاء و قال ابو شجاع هذا احسن ما قيل فيه و فی الولوالجية هو الصحيح ۔

"শহরের ব্যাখ্যাতে বহু মত আছে, বিদ্বানগণ তন্মধ্যে দুইটী মত মনোনীত স্থির করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথমটী যাহা মোখতাছার কেতাবে আছে। (অর্থাৎ আমির ও কাজীর রেওয়াএত)। দ্বিতীয়টী যাহা আবু হানিফার দিকে নেছবত করিয়াছেন, উহা এই—একটী বড় শহর যাহাতে গলি ও বাজার সকল ও গ্রাম সকল থাকে, তথায় একজন শাসনকর্ত্তা থাকেন যিনি নিজের দ্বারা ও নিজের এলম কিম্বা অন্যের এলম দ্বারা অত্যাচারির নিকট প্রপীড়িতদের দাদ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়েন এবং উপস্থিত ঘটনাবলীতে লোকেরা তাহার নিকট রুজু করিতে পারে। বাদায়ে কেতাবে আছে, ইহা সমধিক ছহিহ মত। টীকাকার এই মতের অনুসরণ করিয়াছেন। মোজতবা কেতাবে আছে, আবু ইউছোফ হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, শহর উক্ত স্থানকে বলা হয়, যে স্থানের অধিবাসিগণ যদি তাহাদের পাঞ্জগানা মছজেদের বড়টীতে সমবেত হয়েন, তবে উহাতে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান না হয়। ইহার উপর অধিক ফকিহ বিদ্বানের ফৎওয়া হইয়াছে। আবু শোজা বলিয়াছেন, শহর সম্বন্ধে যাহা কিছু কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মত। ওয়াল-ওয়ালেজিয়াতে আছে, ইহাই ছহিহ মত।" এস্থলে দুইটী কথা লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রথম এবনো নজিম মিছরি আমির ও কাজীর রেওয়াএতটী المختار মনোনীত বলিয়াছেন। এমাম আবু হানিফার মত বলিয়া অভিহিত রেওয়াএতটী মনোনীত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বাদায়ে' প্রণেতা এই মতটী اصح সমধিক ছহিহ বলিয়াছেন। আর বড় মছজেদের রেওয়াএতটী ফৎওয়া গ্রাহ্য মত ও ছহিহ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শামী, ১১৫৪ পৃষ্ঠা;—

فلفظ الفتوی آکد من لفظ الصحيح والاصح والاشبه وغيره'
لفظ الفتوی آکد و ابلغ من لفظ المختار ۔

আরও ৬৬ পৃষ্ঠা ;—

هذا محمول على اذا لم يكن لفظ التصحيح فى احدهما آكد من الاخر كما افاده اى فلا يتخير بل يتبع الآكد ●

এই হিসাবে বড় মছজেদের রেওয়াএত অগ্রগণ্য হওয়া প্রমাণিত হইল।

মারাকিল ফালাহের ২৯৭ পৃষ্ঠায় যে আমির ও কাজীর রেওয়াএতটী সমধিক ছহিহ, বিশ্বাসযোগ্য ও জাহেরে-রেওয়াএত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা উক্ত স্থলের ব্যবস্থা হইবে, যে স্থলে মুছলমান বাদশাহ থাকেন, কেননা আমির ও কাজী মুছলমান বাদশাহ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া থাকেন, যে স্থলে মুছলমান বাদশাহ না থাকেন, তথায় আহকাম ও হদ জারিকারি আমির ও কাজীর আবশ্যক হইবে না।

উহার টীকা তাহতাবীর ১৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

السلطان اما فيها او نائبه يعنى من امره باقامة الجمعة - وهو الامير او القاضى او الخلفاء كما فى العناية واذا لم يمكن استئذان السلطان لموته او فتنته واجتمع الناس على رجل فصلى بهم جاز للضرورة كما فعل على فى محاصرة عثمان رضى الله عنهما ●

"জুমাতে বাদশাহ কিম্বা তাঁহার নায়েবের উপস্থিতি শর্ত্ত, নায়েবের অর্থ বাদশাহ—যাঁহার উপর জুমা কায়েম হওয়ার আদেশ প্রদান করিয়াছেন, এই নায়েব-আমির, কাজী কিম্বা খলিফাগণ হইবেন। ইহা এনায়া কেতাবে আছে। আর যদি বাদশার মৃত্যুর কিম্বা রাজ্য বিপ্লবের জন্য তাঁহার অনুমতি গ্রহণ অসম্ভব হইয়া পড়ে, এবং লোকেরা এক ব্যক্তির নিকট সমবেত হয় এবং তিনি তাহাদের জুমার এমাম হন, তবে জরুরতের জন্য জায়েজ হইবে; যেরূপ (হজরত) ওছমান (রাঃ)র অবরুদ্ধ হওয়া কালে (হজরত) আলি (রাঃ) করিয়াছিলেন।

আরও উক্ত পৃষ্ঠা ;—

وفى مفتاح السعادة عن مجمع الفتاوى غلب على المسلمين ولاة الكفار يجوز للمسلمين اقامة الجمع والاعياد ويكون القاضى قاضيا بتراضى المسلمين ويجب عليهم ان يلتمسوا واليا مسلما ●

"মেক্তাহোছ-ছায়াদাত কেতাবে 'মাজমায়োল-ফাতাওয়া' হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, মুছলমানগণের উপর কাফের শাসনকর্ত্তা পরাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এক্ষেত্রে মুছলমানগণের পক্ষে জুমা ও দুই ঈদ কায়েম করা জায়েজ হইবে। মুছলমানগণের সম্মতিতে কাজী নির্ব্বাচিত হইবেন এবং তাহাদের উপর একজন মুছলমান শাসনকর্ত্তা আবেদন করা ওয়াজেব হইবে।"

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, মুছলমান বাদশাহ হইলে, জুমার জন্য আমির ও কাজী আবশ্যক, আর কাফের বাদশাহ হইলে, হদ-জারিকারী আমিরের আবশ্যক নাই, কিম্বা বাদশাহ কর্ত্তৃক নিয়োজিত কাজীর দরকার নাই। মুছলমানগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত কাজী হইলেই যথেষ্ট হইবে। অবশ্য মুছলমান শাসনকর্ত্তা তলব করা ওয়াজেব, যদি মঞ্জুর না হয়, তবে জুমা ও ঈদের কোনই ক্ষতি হইবে না।

আরও উক্ত পৃষ্ঠা ;—

صرح العلامة ابن جرباش فی النفحة في تعداد الجمعة بان السلطان او نائبه انما هو شرط عند بناء المسجد ثم بعد ذلک لا يشترط الاذن لکل خطيب فاذا قرر الناظر خطيبا فی المسجد فله اقامتها بنفسه و بنائبه و ان الاذن مستصحب لکل خطيب ٥

"আল্লামা এবনো-জেরবাশ তোহফা-ফি-তা'দাদেল-জুমা' কেতাবে প্রকাশ করিয়াছেন, বাদশাহ কিম্বা তাঁহার নায়েব মছজেদ প্রস্তুত করা কালে শর্ত্ত, তৎপরে প্রত্যেক খতিবের জন্য অনুমতি শর্ত্ত নহে। তৎপরে যদি মোতাওয়াল্লী মছজেদের খতিব নির্ব্বাচন করেন, তবে সেই খতিব নিজে কিম্বা তাহার নায়েব কর্ত্তৃক জুমা কায়েম করিতে পারেন। প্রত্যেক খতিবের জন্য অনুমতি বাকী থাকিবে।"

উক্ত এবারতে বুঝা যায় যে, সাবেক কাল হইতে মুছলমান বাদশাহ কিম্বা তাঁহার নিয়োজিত নওয়াব ছাহেবগণের অনুমতিতে যে মছজেদগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহার প্রমাণ স্বরূপ অনেক নিষ্কর জাএদাদ এখনও বর্ত্তমান আছে, ঐ সমস্ত মছজেদে জুমা অবাধে জায়েজ হইবে।

আরও উক্ত পৃষ্ঠা ;—

وفی مجمع الانہر والاستخلاف فی زماننا جائز مطلقا لانه وقع فی تاریخ خمس واربعین وتسعمائة اذن الامام وعليه الفتوى *

"মাজমায়োল আনহোরে আছে, আমাদের জামানাতে প্রত্যেক অবস্থাতে খলিফা (নায়েব) স্থির করা জায়েজ, কেননা ৯৪৫ হিজরীতে এমামের (খতিবের) অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, ইহার উপর ফৎওয়া হইয়াছে।' ইহাতে বুঝা যায় যে, বর্ত্তমান জামানাতে এমাম ও খতীবের জন্য বাদশাহ ও তাঁহার নায়েবের অনুমতি দরকার নাই।

উক্ত কেতাবে, ২৯৭ পৃষ্ঠা ;—

وفی الحموی واعلم ان بعض الموالی زعم عدم صحة الجمعة الان معللا بفقد بعض شرائط الاداء وهو المصر فانها عبارة عن كل بلدة فيها وال وقاض ينفذان الاحكام ويقيمان الحدود وهما مفقودان فلا تصح الجمعة وتتعين صلوة الظهر وقد تبعه على ذلك كثير من الاروام وما قاله هذا البعض ضلال فی الدين فان تنفيذ الاحكام واقامة الحدود موجودان فی الجملة والاولى ما فی العلامة نوح فتامل *

"হামাবীতে আছে, তুমি জানিয়া রাখ, কতক আজামি লোক ধারনা করিয়া লইয়াছে যে, বর্ত্তমান কালে জুমা ছহিহ নহে, যেহেতু উহার কোন শর্ত্ত পাওয়া যায় না, উহা সহর হওয়ার শর্ত্ত, কেননা উহা উক্ত নগরকে বলা হয় যাহাতে একজন হাকেম ও একজন কাজী থাকেন, যাহারা (শরিয়তের) আহকাম জারি করেন এবং হদ সকল কায়েম করেন (বর্ত্তমানে) উক্ত আমির ও কাজীর অভাব হইয়াছে। এজন্য জুমা ছহিহ হইবে না এবং জোহরের নামাজ নির্দ্ধারিত হইবে। অনেক অরণ্যবাসি লোক উপরোক্ত মতে তাহার অনুসরণ করিয়াছে। এই বাক্যে লোকের মতটী দীন সম্বন্ধে গোমরাহি, কেননা আংশিকভাবে আহকামজারি করা ও হদ কায়েম করা পাওয়া যাইতেছে। আল্লামা নুহের কেতাবে যাহা আছে, তাহাই সমধিক উৎকৃষ্ট জওয়াব।

উক্ত পৃষ্ঠা ;—

قال العلامة نوح دفع الظلم عن المظلومين ليس بشرط فى تحقق المصرية بل الشرط فى تحققها القدرة على الدفع ومما يدل على عدم اشتراط الدفع بالفعل ان جماعة من صحابة صلوها خلف الحجاج وهو اظلم خلق الله تعالى ●

"আল্লামা নুহ বলিয়াছেন, শহর প্রতিপন্ন হওয়ার জন্য প্রপীড়িত দিগ হইতে অত্যাচার নিবারণ করা শর্ত নহে, বরং (অত্যাচার) নিবারণ করা শর্ত না হওয়ার দলীল এই যে, একদল ছাহাবা হাজ্জাজের পশ্চাতে উক্ত জুমা পড়িয়াছিলেন, সে ত আল্লাহতায়ালার বান্দাগণের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান অত্যাচারী ছিল।"

জুমা বিরোধিদল বলেন, এদেশে হদ জারি হয় না, এই জন্য জুমা জায়েজ হয় না, উপরোক্ত কথাতে তাঁহাদের দাবির অসারতা প্রমাণিত হইতেছে।

দোর্রোল মোখতারের টীকা তাহতাবীর এক স্থানে লিখিত আছে ;—

وهو ظاهرالمذهب كما فى الهداية واختاره الكرخى والقدورى وفى العناية هو ظاهرالرواية وعليه اكثرالفقهاء ●

আমির ও কাজীর রেওয়াএত জাহের রেওয়াএত, যেরূপ হেদায়াতে আছে। কারখি ও কাহুরি উহা মনোনীত করিয়াছেন। এনায়াতে আছে, উহা জাহেরে রেওয়াএত, ইহার উপর অধিকাংশ ফকিহ আছেন। এই স্থলে কয়েকটী কথা জানা আবশ্যক :—

(১) হেদায়া ও এনায়াতে আমির ও কাজীর রেওয়াএতটী জাহেরে রেওয়াএত বলা হইয়াছে; কিন্তু নিজে তাহতাবী দোর্রোল মোখতারের টীকার ১।৩৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

فيه انهم نصوا على ان ما به الفتوى مقدم على غيره ولو ظاهرالرواية ●

নিশ্চিয় ফকিহগণ স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে যে মতের উপর ফৎওয়া হয়, উহা অন্য অপেক্ষা যদিও উহা জাহের রেওয়াএত হয় অগ্রগণ্য হইবে।"

যখন বড় মসজেদের উপর অধিকাংশ ফকিহ ফৎওয়া দিয়াছেন, তখন উহা জাহেরে রেওয়াএত অপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে।

(২) তিনি লিখিয়াছেন, কারখি ও কাদুরী ইহা মনোনীত স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, ছলজি, বালাখি ও জহিরদ্দিন ওয়াল-ওয়ানেজি বড় মছজেদের রেওয়াএতটী মনোনীত স্থির করিয়াছেন, ইহারা তিনজন কারখির তুল্য ছিলেন ও কাদুরী অপেক্ষা দরজায় শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। কাজেই বড় মছজেদের রেওয়াএত কোন অংশে ন্যূন নহে, বরং সমধিক প্রবল হওয়া প্রতিপন্ন হইল।

(৩) এবরাহিম হালাবী বলিয়াছেন, আমির ও কাজির রেওয়াএত হেদায়া প্রণেতার মনোনীত মত, ইহাও বাতীল দাবী হওয়া প্রমানিত হইল, যদি ইহা তাঁহার মনোনীত মত হওয়া সত্য হইত, তবে তাহতাবী তাহা লিখিলেন না কেন? বরং হেদায়া প্রণেতার নিয়ম এইযে, তিনি তাঁহার মনোনীত মতটী শেষ উল্লেখ করিয়া থাকেন, এই হিসাবে বড় মছজেদের রেওয়াএতটী তাঁহার মনোনীত মত হওয়া প্রমানিত হয়।

(৪) এনায়া কেতাবে আছে যে, আমির ও কাজীর রেওয়াএত অধিকাংশ ফকিহ বিদ্বানের মত, ইহা সত্যমত নহে, কারণ বাহরোর রায়েকের ২।১৪০ পৃষ্ঠায়, দোররোল মোখতারে এবং শরহে মোলতাকাল আব্‌হোরের ১।১৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

وعليه فتوى اكثرالفقهاء كما فى المجتبى ٥

"বড় মছজেদের রেওয়াএতের উপর অধিকাংশ ফকিহ ফৎওয়া দিয়াছেন, যেরূপ মোজতবা কেতাবে আছে।"

এইরূপ তনবিরোল আবছার, জামেয়োর রমুজ কাফি, নহরোল ফায়েক, রমুজে গোরারোল-আহকাম দোরারল হেকাম, মেনহাজোল গাফ্‌ফার, ওমদাতোর রেয়ায়া ও হাশিয়ার আবু ছউদে আছে যে, অধিকাংশ ফকিহ বড় মছজেদের রেওয়াএতের উপর ফৎওয়া দিয়াছেন। যখন এতগুলি কেতাবে উহা লিখিত হইয়াছে, তখন এক এনায়ার দাবি সত্য হইবে কিরূপ? যদি অধিকাংশ ফকিহ আমির ও কাজীর রেওয়াতের উপর আমল করিতেন, তবে অধিকাংশ ফকিহ উহার বিপরীতে বড় মছজেদের রেওয়াএতের উপর ফৎওয়া

(৫) যদি তাহতাবীর মতে আমির ও কাজীর রেওয়াএত অধিকাংশ ফকিহর গৃহীত মত বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তবে উহা ঐ স্থলের ব্যবস্থা হইবে যেস্থলে মুছলমান বাদশাহ থাকেন, আর যেস্থানে কাফের রাজা থাকে, তথায় এই ব্যবস্থা হইবে না।।

তাহতাবী, ১।৩৩৯ পৃষ্ঠা ;—

قال فی مجمع الفتاوی غلب علی المسلمین ولاة الکفار یجوز للمسلمین اقامة الجمعة والاعیاد ویصیر القاضی قاضیا بتراضی المسلمین ویجب علیهم ان یلتمسوا والیا مسلما اه من مفتاح السعادة وفی کفایة المنتهین وهدایة الامیین سئل الامام علاء الدین ونجم الدین الزاهدی فی مسلم نصبه امیر الکفار والیا فی الدیار هل یصیر والیا فی اقامة الجمعة والاعیاد فکتبا یصیر والیا فی اقامة الجمعة والاعیاد *

"মাজমায়োল ফতোয়াতে আছে, মুছলমানদিগের উপর কাফের শাসন কর্ত্তা পরাক্রান্ত হইয়াছে, মুছলমানদিগের জুমা ও দুই ঈদ কায়েম করা জায়েজ হইবে, মুছলমানদিগের সম্মতিতে কাজী স্থিরীকৃত হইবেন এবং তাহাদের উপর একজন মুছলমান শাসনকর্ত্তা তলব করা ওয়াজেব হইবে, ইহা মেফতাহোছ ছায়াদা হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

কেফায়াতোল-মোবতাদিন ও হেদায়াতোল-উম্মিয়িন কেতাবে আছে, এমাম আলাউদ্দিন ও নজমদ্দিন জাহেদী একজন মুছলমান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, কাফের আমির তাহাকে রাজ্যের মধ্যে শাসন কর্ত্তা নিয়োজিত করিয়াছেন, তিনি কি জুমা ও ঈদ কায়েম করিতে ওয়ালী (আমির) হইবেন? তদুত্তরে তাঁহারা উভয়ে লিখিয়াছিলেন, তিনি জুমা ও ঈদ কায়েম করিতে আমির হইবেন।

মোলতাকাল-আবহোর ও উহার টীকা ;—

একণে মাজমায়োল-আনহোরের আলোচনা করা হউক।

প্রথমে আমির ও কাজীর রেওয়াএত উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ছারাখছির বর্ণনা অনুসারে ইহা জাহেরে-রেওয়াএত ও কারখি এবং কদুরীর মনোনীত মত। তৎপরে লিখিত হইয়াছে।

(قيل) ما لو اجتمع اهله فى اكبر مساجده لا يسعهم) ●

"কেহ কেহ বলিয়াছেন, শহর ঐস্থানকে বলা হয় যে, যদি তথাকার অধিবাসিগণ তাহাদের বড় মছজেদে সমবেত হন, তবে উহাতে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান না হয়।"

ইহার পরে টীকাকার লিখিয়াছেন ;—

(قيل) قائله صاحب الوقاية و صدر الشريعة و غير هما ـ هذا رواية اخرى عن ابى يوسف و هو اختيار الثلجى وانما اورده بصيغة التمريض لانهم قالوا ان هذا الحد غير صحيح عند المحققين مع ان الاول لا يكون ملايما بشرط وجود السلطان و نائبه ـ ●

"বড় মছজেদের সমর্থনকারী বেকায়া লেখক, ছদরোশ-শরিয়া প্রভৃতি (নেকায়া, মোখতার ও উহার টীকাকার) ইহা আবু ইউছোফের দ্বিতীয় রেওয়া-এত, ইহা ছলজীর মনোনীত মত। قيل (কথিত হইয়াছে) এই দুর্ব্বলতা সূচক শব্দ এই হেতু ব্যবহার করিয়াছেন যে, নিশ্চয় তাহারা বলিয়াছেন, সত্যই এই ব্যাখাটী সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদগণের নিকট ছহিহ নহে, ইহা-সত্ত্বেও প্রথম ব্যাখ্যাটী বাদশাহ ও তাঁহার নাএব এই শর্ত্তের সহিত খাপ খায় না।"

আমাদের উত্তর।

শামি,—

মোহাক্কেক এবনো শেরবাশ বলিয়াছেন ;—

السادسة طبقة المقلدين القادرين على التميز بين الاقوى والقوى والضعيف وظاهر المذهب والرواية النادرة كاصحاب المتون المعتبرة من المتاخرين مثل صاحب الكنز و صاحب المختار وصاحب الوقاية وصاحب المجموع وشانهم ان لا ينقلوا الاقوال المردودة والروايات الضعيفة والسابعة طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر يفرقون بين الغث والسمين ●

৬ষ্ঠ মোকাল্লেদগণের তবকা, তাঁহারা সমধিক সবল, সবল ও দুর্ব্বল রেওয়াএত, জাহের রেওয়াএত ও নাদের রেওয়াএতের মধ্যে প্রভেদ করিতে সক্ষম হয়েন যেরূপ বিশ্বাসযোগ্য পরবর্ত্তী জামানার মতন লেখকগণ, যথা কাজলেখক, মোখতার প্রণেতা, বেকায়া প্রণেতা ও মজম্ প্রণেতা, ইহাদের বিশেষত্ব এইযে তাঁহারা পরিত্যক্ত ও জইফ রেওয়াএতগুলি বর্ণনা করেন না।

সপ্তম মোকাল্লেদগণের শ্রেণী, ইহারা উক্ত বিষয়গুলি করিতে সক্ষম নহেন, এবং তাঁহারা ছহিহ ও জইফ প্রভেদ করিতে পারেন না।

বেকায়া মোখতার প্রণেতাগণ, বড় মছজেদের রেওয়াএত বর্ণনা করিয়াছেন কাজেই উহা জইফ হইতে পারে না। আর আমি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি যে, উহা এমাম আজম ও তাঁহার দুই শাগরেদের মত, তৃতায়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ তবকার ফকিহগণ উহা জইফ বলেন নাই, আর যে দুই একজন উহা জইফ হওয়ার দাবি করিয়াছেন, তাহারা সপ্তম শ্রেণীর মোকাল্লেদ তাহাদের ছহিহ ও জইফ মতের মধ্যে প্রভেদ করার শক্তি নাই, মাজমায়োল আনহোরের টীকাকার এই শ্রেণীর অন্তর্গত, ইহার কথা একেবারে গ্রহণের অযোগ্য।

(২) তাহতাবী দোরে'ল মোখতারের টীকাতে জইক মত প্রচারকারী কাহাস্তানীর উক্ত ভ্রমসঙ্কুল মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ তবকার ছলজি, বালাখি ও ওয়ালওয়ালজির মত উল্লেখ করিয়া উহার অসারতা প্রকাশ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে মাজমায়োল আনহোর প্রণেতা কাহাস্তানির বাতীল মতের উপর নির্ভর করতঃ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ তবকার অর্থাৎ অধিকাংশ ফকিহ ফৎওয়া গ্রাহ্য মতের বিপরীত মত প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, এইহেতু তিনি قيل (কেহ কেহ বলিয়াছেন') এই শব্দটী দুর্ব্বল মত মূলক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু মওলনা আবদুল হাই লক্ষবী ছাহেব শরহে বেকায়ার ভূমিকার ১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, কখন قالوا ([তাঁহারা বলিয়াছেন) ইহাও উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দোর্রোল-মোখতার ;—

قيل نعم فيه مى.

"যদি কেহ তওয়াফের নামাজ ত্যাগ করতঃ হারাম শরিফের মধ্যে নামাজ না পড়ে, তবে কেহ কেহ বলিয়াছেন, হাঁ, কোরবাণি দিতে হইবে।"

এস্থলে তাহতাবিতে লিখিত আছে ;—

قيل نعم ليس مراده التضعيف

এস্থলে قيل শব্দে জইফ হওয়া উদ্দেশ্য নহে।

তাওয়ালেয়োল-আনওয়ারে আছে ;—

قيل نعم ليس هذا للتمريض

কেহ কেহ বলিয়াছেন, হাঁ, এই قيل শব্দ জইফ মত প্রকাশ করা উদ্দেশ্য নহে।

রদ্দোল-মোহতার ও তাহতাবীতে আছে ;—

فتعبيرا لمؤلف بقيل ليس بلازم الضعيف

"গ্রন্থকার যে قيل শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে জইফ মত লাজেম হয় না।"

ইহাতে কাহাস্তানী ও মাজমায়োল-আনহোর প্রণেতা قالوا শব্দ বলিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও জইফ মত হওয়া প্রমাণিত হয়।

উক্ত ভূমিকা, ১৭ পৃষ্ঠা ;—

من ثم قال الشرنبلالى فى رسالته صحفه قيل ليس كل ما دخلت عليه يكون ضعيفا ○

এই হেতু শারাম্বালালী নিজের পুস্তকে লিখিয়াছেন, قيل শব্দে প্রত্যেক স্থলে জইফ মত হওয়া বুঝা যায় না।

(৩) আল্লামা শামী 'রদ্দোল-মোহতার' কেতাবে বড় মজহেবের রেওয়াএতটী ছহিহ ও সর্ব্বোত্তম হওয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। এইরূপ নহরোল-ফায়েক, তনবিরোল-আবছার, দোরারোল-হেকাম, দোর্রোল-মোখতারের

টীকা তাহতাবী, তনবিরোল-আবছারের টীকা মানহোল-গাফফার, গোরারোল-আহকাম, তাওয়ালেয়োল-আনওয়ার, কাশফোর-রমুজ, গুনইয়া-তাবিলোল-আহকাম, ফাৎহোল্লাহেল-মইন, মেনহাজোছ-ছালিকিন, ও মদাতোর-রেয়ায়া, মবছুত্তে-ছারাখছি, খাজানাতোর-রেওয়াইয়াত, মোকাদ্দমায়-গজনবি, মেফতাহোছ-ছায়াদাহ, এতাবি, মোখতারের টীকা এখতিয়ার, বাহানোর-রেওয়াইয়াহ হেদায়ার টীকা বেনায়া, মোছতাখলাছোল-হাকায়েক, ছদরে-শহিদের শরহে-জামে' ছগির ইত্যাদিতে বড় মছজেদের রেওয়াএতটী সহিহ ও সর্ব্বোত্তম বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কেবল মাজমায়োল-আনহোরের মতে উহা জইফ মত হইতে পারে না।

যদি উহা জইফ মত হইত, তবে অধিকাংশ ফকিহ উহার উপর ফৎওয়া দিলেন কেন ?

(৪) যদি মাজমায়োল-আনহোর প্রণেতার কথা গ্রহণীয় হয়, তবে তিনি বলিয়াছেন, জুমার ছয়টী পৃথক পৃথক শর্ত্ত, প্রথম শর্ত্ত শহর, দ্বিতীয় শর্ত্ত বাদশাহ কিম্বা তাহার নায়েবের (অর্থাৎ আমির কিম্বা কাজীর) উপস্থিতি শর্ত্ত, আবার শহরের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, তথায় আমির ও কাজীর উপস্থিতি আবশ্যক, ইহাতে উভয় শর্ত্ত একশর্ত্তে পরিণত হইয়া যায়। যদি প্রকৃত পক্ষে শর্ত্ত দুইটী পৃথক পৃথক হয়, তবে শহরের এইরূপ ব্যাখ্যা ঠিক হইতে পারে না।

আরও মাজমায়োল-আনহোর, ১৬৫ পৃষ্ঠা ;—

قول علی رضی الله عنه لا جمعة و لا تشریق و لا صلوة فطر و لا اضحی الا فی مصر جامع کما فی اکثر الکتب لکن هذا مشکل جدا لان الشرط الذی هو فرض لا یثبت الا بقطعی کما فی شرح التنویر

"শহর শর্ত্ত হওয়ার দলীল হজরত আলি (রাঃ)র কওল, তিনি বলিয়াছেন, জুমা, তশরিক, ইদোল-ফেৎর ও বকরাইদ জামে-শহর ব্যতীত জায়েজ হইবে না। যেরূপ অধিকাংশ কেতাবগুলিতে আছে, কিন্তু ইহা নিশ্চয় কঠিন ব্যাপার কেননা যে শর্ত্ত ফরজ হয়, উহা অকাট্য দলীল ব্যতীত সপ্রমাণ হইতে পারে না, যেরূপ শরহোত্তনবির কেতাবে আছে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, মাজমায়োল-আনহোর প্রণেতা মূল শহর শর্ত্তকে অস্বীকার করিয়াছেন, জুমার বিরোধিগণ ইহা মানিবেন কি ?

যদি না মানেন, তবে আমরা তাঁহার বাতীল মত গ্রহণ করিব কেন ?

এক্ষণে আসুন, আলমগিরি ও কাজিখানের আলোচনা করা যাউক,—উভয়ে কেবল আমির ও কাজীর রেওয়াএতটী লেখা হইয়াছে। ইহাতে কি বড় মছজেদের রেওয়াএতটী জইফ হওয়া প্রমাণিত হয় না ?

আমরা বলি, মাজমায়োল-বাহরাএন, তনবিরোল-আবছারের মতন, মোখতারের মতন, বেকায়ার মতন ও নেকায়াতে কেবল বড় মছজেদের রেওয়াএত উল্লিখিত হইয়াছে। আমির ও কাজীর রেওয়াএত উল্লিখিত হয় নাই।

কান্‌য, নুরোল-ইজাহ ও তোহফাতোল-মুলুকে কেবল আমির ও কাজীর রেওয়াএত উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু বড় মছজেদের রেওয়াএত উল্লিখিত হয় নাই। কোন কোন মতনে উভয় রেওয়াএত উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু বড় মছজেদের রেওয়াএত প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে।

গোরারোল-আহকাম ;—

شرط صحتها المصر و هو ما لا يسع اكبر مساجده اهله او ماله مفت و امير و قاض ينفذ الاحكام و يقيم الحدود ◎

এস্থলে আল্লামা শারাম্বালালী গুনইয়া জাবিলোল-আহকামে লিখিয়াছেন ;—

ظاهر كلام المصنف استواء القولين فى تعريف المصر

গ্রন্থকারের কথার স্পষ্ট মর্ম্মে বুঝা যায় যে, শহরের ব্যাখ্যাতে উভয় মত তুল্য (অর্থাৎ উভয় মত ছহিহ)।"

কিন্তু বড় মছজেদের রেওয়াএত প্রথম উল্লেখ করায় উহার তরজিহ বুঝা যায়, যথা—আল্লামা শামী লিখিয়াছেন ;—

و قدمه فى متن الدر و على القول الاخر و ظاهره ترجيحه

"দোরারের মতনে বড় মছজেদের রেওয়াএতটী অন্য রেওয়াএতের (আমির ও কাজীর রেওয়াএতের) অগ্রে উল্লেখ করিয়াছেন, ইহার স্পষ্ট মর্ম্মে উহার তরজিহ বুঝা যায়।"

কোন কোন কেতাবে আমির ও কাজীর রেওয়াএত অগ্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে বড় মছজেদের রেওয়াএত জইফ হওয়া বুঝা যায় না।

যদি আলমগীরি ও কাজিখানে বড় মছজেদের রেওয়াএত উল্লিখিত না হওয়ায় উহা জইফ হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে আমির ও কাজীর রেওয়াএত তনবিরোল-আবছার, মোখতার, বেকায়া ও নেকায়া ইত্যাদিতে উল্লিখিত না হওয়ায় উহা জইফ হওয়া প্রমাণিত হইবে।

(১) আলমগিরির ১।১৫৩ পৃষ্ঠায় ও কাজিখানের ১।৮৩ পৃষ্ঠায় যে, জাহেরে-রেওয়াএতের উপর আমল করিতে বলা হইয়াছে, ইহা উক্ত স্থলের ব্যবস্থা যেস্থলে মুছলমান বাদশাহ থাকে। আর মুছলমান বাদশাহ না থাকিলে, আমির ও কাজীর আবশ্যক হইবে না।

আলমগীরি, ১।১৫৫ পৃষ্ঠা ;—

بلاد عليها ولاة كفار يجوز للمسلمين اقامة الجمعة والعيدان و يقيم القاضي قاضيا بتراضي المسلمين و يجب عليهم ان يلتمسوا واليا مسلما كذافي معراج الدراية ◎

যে দেশগুলিতে কাফের রাজা থাকে, তথায় মুছলমানদিগের জন্য জুমা ও ঈদ সকল কায়েম করা জায়েজ হইবে, মুছলমানদিগের সম্মতিতে কাজী নির্ব্বাচিত হইবে এবং তাহাদের পক্ষে একজন মুছলমান আমিরের দরখস্ত করা ওয়াজেব, এইরূপ মে'রাজোদ্দেরায়া কেতাবে আছে।

কাজিখান, ১।৮৪ পৃষ্ঠা ;—

و ان لم يكن ثمه قاض و لا خليفة الميت فاجتمع العامة على تقديم رجل جاز للضرورة ◎

"যদি তথায় কাজী ও মৃত বাদশার খলিফা না থাকে, এই হেতু সাধারণ লোকেরা একজন লোককে এমাম স্থির করিতে একমত হয়, তবে জরুরতের জন্য জায়েজ হইবে।"

এক্ষণে জামেয়োর-রমুজের আলোচনা করা যাউক, উহার ২৫৫ পৃষ্ঠায় আছে ;—

ثم اشار الى ان ما عليه اكثر الفقهاء من معنى المصر العرفي و هو ما لا يسع اكبر مساجده اهله المكلفين بها و هو مصر الا ان انهم قالوا ان هذا الحد غير صحيح عند المحققين ●

"তৎপরে তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, শহরে শরয়ির অর্থ সম্বন্ধে অধিকাংশ ফকিহ যে মতের উপর ছিলেন উহা এই, যেস্থানের জুমার হুকুম প্রাপ্ত অধিবাসীগণের স্থান তথাকার সর্ব্ব প্রধান মসজেদে সঙ্কুলান না হয়, উহাই শহর, কিন্তু নিশ্চয় তাহারা বলিয়াছেন, সত্যই এই ব্যাখ্যা সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদগণের নিকট ছহিহ নহে।"

এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, قالوا এই ক্রিয়ার কর্ত্তা কাহারা? যখন অধিকাংশ ফকিহ শহরের উক্ত ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তাঁহারা উক্ত ক্রিযার কর্ত্তা হইতে পারেন না, যদি উহার কর্ত্তা অল্প সংখ্যক ফকিহ হন, তবে বলি, ছয় তবকার ফকিহগণের মধ্যে কোন কোন ফকিহ উহা প্রকাশ করিয়াছেন, প্রতিপক্ষগণ যতক্ষণ ইহা সপ্রমাণ করিতে না পারেন, ততক্ষণ ইহা বাতীল দাবী বলিয়া গণ্য হইবে।

এমাম আজম ও তাঁহার দুই শিষ্য যখন বড় মছজেদের রেওয়াএত প্রকাশ করিয়াছেন, তখন পরবর্ত্তী কোন তবকার ফকিহ উহা জইফ ও অগ্রাহ্য বলিয়া প্রকাশ করিতে সক্ষম নহেন, অবশ্য তাঁহারা কোন রেওয়াএতকে মনোনীত স্থির করিতে পারেন। ইহাতে বড় মছজেদের রেওয়াএত জইফ হইতে পারে না। আরও অধিকাংশ ফকিহ বড় মছজেদের রেওয়াএত মনোনীত স্থির করিয়াছেন।

আর যখন অধিকাংশ ফকিহ বড় মছজেদের রেওয়াএতটি ফৎওয়া গ্রাহ্য ও মনোনীত স্থির করিয়াছেন, তখন ইহাই একমাত্র গ্রহনীয় হইবে।

রদ্দোল মোহতার, ১৬৭ পৃষ্ঠা,—

"এইরূপ যদি দুই রেওয়াএতের মধ্যে একটী অধিকাংশের মত হয়, (তবে তাহাই অগ্রগণ্য হইবে), যেরূপ ইতিপূর্ব্বে আমি হাবি হইতে উল্লেখ করিয়াছি।"

আর যদি قالوا শব্দের কর্ত্তা (فعل) সপ্তম তবকার মোকাল্লেদ হন, তবে ফকিহগণের মতের বিপরীত এইরূপ লোকের মত কিছুতেই গ্রহণীয় হইতে-পারে না। ইহারা ত ছহিহ ও জইফ মতের মধ্যে প্রভেদ করিতে সক্ষম নহেন কাজেই তাহাদের কথা অগ্রাহ্য!

ফকিহগণ সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদ নামে অভিহিত হওয়ার একমাত্র যোগ্যপাত্র, ইহাদের অধিকাংশ বড় মছজেদের রেওয়াএতের উপর ফৎওয়া দিয়াছেন, এবং অল্পসংখ্যক আমির ও কাজীর রেওয়াএত মনোনীত স্থির করিয়াছেন, কিন্তু কোন ফকিহ ত বড় মছজেদের রেওয়াএত জইফ বলিয়া প্রকাশ করেন নাই, ইহাতে বুঝা যায় যে, কাহাস্তানি عند المحققين শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, এই সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদগণ ফকিহ নহেন, বরং ইহারা সপ্তম তবকার মোকাল্লেদ হইবেন, হয়ত তিনি এবরাহিম হালাবীকে এই উপাধীতে ভূষিত করিয়াছেন, যখন কাহাস্তানি ও মাজমায়োল আনহোর প্রণেতা উক্ত কথা অন্তের দিকে নেছবত করিয়াছেন, তখন তাঁহারা উভয়ে উহার লক্ষ্যস্থল হইতে পারেন না। তাহতাবী মারাকিল ফালাহ কেতাবের টীকাতে এবরাহিম হালাবীর সমর্থন করিয়া আমির ও কাজীর রেওয়াএত সমর্থন করিয়াছেন ও বড় মছজেদের রেওয়াএত জইফ বলিয়াছেন, কিন্তু তিনিই লিখিয়াছেন, কাফের বাদশার রাজ্যে আমির ও কাজী না হইলেও, জুমা জায়েজ হইবে।

আরও তিনি দোর্রোল মোখতারের টীকা তাহতাবীতে কাহাস্তানির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বড় মসজেদের রেওয়াএতের উপর যে অধিকাংশ ফকিহর ফৎওয়া তাহাও সমর্থন করিয়াছেন এবং কাফের বাদশার রাজ্যে আমির ও কাজীর অনাবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন।

কাহাস্তানির কথায় বুঝা যায় যে, ছয় তবকার এমাম ও ফকিহগণ সূক্ষ্ম-তত্ত্ববিদ ছিলেন না, কেবল এবরাহিম হালাবী সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদ ছিলেন, ইহা কি ন্যায় সঙ্গত কথা? এইহেতু বিদ্বানগণ তাঁহাকে حاطبا الليل নামে অভিহিত করিয়াছেন, যাঁহারা ফকিহ ছিলেন, তাঁহারা সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদ হইলেন না, আর যাঁহারা ছহিহ ও জইফ প্রভেদ করিতে সক্ষম নহেন, তাঁহারা সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদ হইলেন। ইহা নিহায়েত অপ্রামাণ্য উক্তি এবং বাজে যুক্তি ব্যতীত আর কি বলা যায়?

মুল মন্তব্য

যে এমাম ছলজি বড় মছজেদের রেওয়াএতটী মনোনীত স্থির করিয়াছেন তাঁহার জন্ম ১৮১ হিজরীতে ও মৃত্যু ২৬১ হিজরীতে হইয়াছিল। যে এমাম বালাখি উক্ত রেওয়াএতটী মনোনীত স্থির করিয়াছেন, তাঁহার জন্ম ১৭২ হিজরীতে ও মৃত্যু ২৭৮ হিজরীতে হইয়াছিল।

কারখির জন্ম ২৬০ হিজরীতে ও মৃত্যু ৩৪০ হিজরীতে হইয়াছিল।

কাদুরির জন্ম ৩৬২ হিজরীতে ও মৃত্যু ৪২৮ হিজরীতে হইয়াছিল।

এই দুইজন যদিও আমির ও কাজীর রেওয়াএতটী মনোনীত স্থির করিয়াছেন, কিন্তু বড় মছজেদের রেওয়াএতটী জইফ বলেন নাই।

হেদায়া প্রণেতা জহিরুদ্দিন মোরগিনানীর মৃত্যু ৫০৬ হিজরীতে হইয়াছিল, ইনি বড় মছজেদের রেওয়াএতটী জইফ বলেন নাই।

কাজিখান হাছান বেনে মনছুরের মৃত্যু ৫৯২ হিজরীতে হইয়াছিল, তিনি যদিও আমির ও কাজীর রেওয়াএতটী জাহেরে-রেওয়াএত বলিয়াছেন, কিন্তু বড় মছজেদের রেওয়াএতটী জইফ বলেন নাই।

আর যে বেকায়া, মোখতার ও দোরার প্রভৃতি মতনের কেতাব বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং যে সমস্তের মধ্যে একটীও জইফ ও বাতীল রেওয়াএত নাই, তাহার মধ্যে এই বড় মছজেদের রেওয়াএত আছে এবং প্রথমে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে।

আর যাহারা এই রেওয়াএতটী জইফ বলিয়াছেন, তাহারা সপ্তম স্তরের আলেম ছিলেন, তাঁহাদের ছহিহ ও জইফ রেওয়াএত প্রভেদ করার ক্ষমতা ছিল না।

প্রতিপক্ষদের দাবি মতে এইরূপ কয়েক জনের নামোল্লেখ করা হইতেছে, প্রথম মোলতাকাল আবহোর প্রণেতা, তিনি ৯২৩ হিজরীতে কেতাব খানা লেখা সমাপ্ত করেন এবং তাঁহার মৃত্যু ৯৫৬ হিজরীতে হইয়াছিল।

দ্বিতীয় মাজমায়োল-আনহোর প্রণেতা, তিনি ১০৭৭ হিজরীতে কেতাব লেখা শেষ করেন এবং ১০৭৮ হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন।

তৃতীয় এবরাহিম হালাবী, ৯৫৬ হিজরীতে তিনি এন্তেকাল করিয়া-ছিলেন।

চতুর্থ তাহতাবী, তিনি ১২৫৪ হিজরীতে কেতাব লেখা শেষ করিয়া-ছিলেন।

পঞ্চম কাহাস্তানি, ইনি ৯৪১ হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন।

এই ৫ জন কোন মোজতাহেদ নহেন, আছহাবোত্তখরিজ নহেন, আছ-হাবোত্তরজিহ নহেন কিম্বা বিশ্বাস যোগ্য মতন লেখক নহেন। ইহারা সপ্তম তবকার আলেম ছিলেন, ছহিহ ও জইফ প্রভেদ করার ক্ষমতা ইহাদের ছিল না, ইহাদের কথাতে কি প্রাচীন আলেমদের ছহিহ স্থিরীকৃত মত জইফ হইতে পারে?

উক্ত জামেয়োর-রমুজে আছে,—

والحد الصحيح المعول عليه انه كل مدينة تنفذ فيها الاحكام و يقام الحدود كما فى الجواهر فظاهر المذهب انه مافيه جماعات الناس و جامع و اسواق و مفت و سلطان اوقاض يقيم الحدود و ينفذ الاحكام و قريب منه ما فى المضمرات وفيه انه الاصح

"আস্থা স্থাপনের যোগ্য ছহিহ ব্যাখ্যা এই যে, মিছর উক্ত প্রত্যেক শহরকে বলা হয়—যাহাতে আহকাম জারি করা হয় ও হদ্দ সকল কায়েম করা হয়, যেরূপ জাওয়াহের কেতাবে আছে। কাজেই জাহেরে-মজহাবে মিছর উক্ত স্থানকে বলা হয়—যাহাতে লোকদের জামায়াত সকল থাকে, জামেয়' মছজেদ, বাজার সকল থাকে; মুফতি, বাদশাহ কিম্বা কাজী থাকেন, যিনি হদ্দ সকল কায়েম করেন ও আহকাম জারি করেন, মোজমারাত কেতাবে যাহা আছে তাহা ইহার নিকট নিকট, উহাতে আছে, ইহাই সমধিক ছহিহ।

তৎপরে তিনি উহার ১৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

(والسلطان) والاطلاق مشعر بان الاسلام ليس بشرط كما فى الجلابى وغيره (او نائبه) لان اقامة الجمعة حق الخليفة الا انه لم يقدرعلى ذلك فى كل الامصار فيقيم غيره نيابة والسابق فى هذه النيابة فى كل بلدة الامير الذى ولى على تلك البلدة ثم الشرطى اى الذى يسمى بالفارسى (بداروغه ثم قاضى القضاة ثم الذى ولاه ذلك القاضي والاضافة تشير الى ان كل مصر فيه وال من جهة كافر جاز فيه اقامة الجمعة والعيد كما فى الخزانة

(জুমার শর্ত) বাদশাহ, শব্দের ব্যাপকতাতে বুঝা যায় যে, বাদশার মুছলমান হওয়া শর্ত নহে, যেরূপ জালাবী ইত্যাদি কেতাবে আছে। কিম্বা তাঁহার নাএবের উপস্থিতি শর্ত, কেননা জুমা কায়েম করা খলিফার হক, কিন্তু তিনি প্রত্যেক শহরে ইহা করিতে সক্ষম নহেন, কাজেই অন্যে প্রতিনিধি হিসাবে উহা কায়েম করিবেন। প্রত্যেক শহরে এই প্রতিনিধিত্বে অগ্রগণ্য হইবেন, উক্ত আমির যিনি উক্ত শহরের শাসনকর্তা নিয়োজিত হইয়াছেন।

তৎপরে দারোগা, তৎপরে কাজিদিগের কাজী, তৎপরে উক্ত কাজী যাহাকে নিয়োজিত করিয়াছেন। বাদশার নাএব বলা হইয়াছে, ইহাতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, যে কোন শহরে কাফের বাদশার পক্ষ হইতে একজন শাসন কর্ত্তা থাকে, তথায় জুমা ও ঈদ কায়েম করা জায়েজ হইবে, যেরূপ খাজানা কেতাবে আছে।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, কাফের বাদশার রাজ্যে মুছলমান বাদশাহ কর্ত্তৃক নিয়োজিত আমির ও কাজী না থাকিলেও জুমা জায়েজ হইবে। ইনি যে আমির ও কাজীর রেওয়াএতটী ছহিহ ও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, পরোক্ষভাবে তাহা রদ করিয়া দিলেন।

আরও উহার ১৪৫।১৪৬ পৃষ্ঠা ;—

(والكلام مشير الى) انها تقع فرضا فى القصبات والقرى الكبيرة التى فيها اسواق

"এই কথাতে বুঝা যায় যে, কাছাবাগুলিতে এবং যে বড় গ্রামগুলিতে বাজার আছে, তথায় জুমা ফরজ হইবে।

وفيما ذكرنا اشارة الى انه لايجوز فى الصغيرة التى ليس فيها قاض و منبر وخطيب كما فى المضمرات والظاهر انه اريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة الا ترى ان فى الجواهر لوصلي فى القرى لزمهم اداء الظهر وهذا اذا لم يتصل به حكم فانه فى الديناري اذابنى مسجد فى الرستاق بامر الامام فهو امر بالجمعة اتفاقا على ما قال السرخي

"আমি যাহা বর্ণনা করিয়াছি উহাতে ইশারা হইতেছে যে, যে ছোট গ্রামে কাজী, মিম্বর ও খতিব নাই তথায় জুমা জায়েজ হইবে না, যেরূপ মোজমারাত কেতাবে আছে, জায়েজ হইবে না, ইহার প্রকাশ্য মর্ম এই যে, মকরুহ হইবে, কেননা জামায়াতের সহিত নফল পড়া মকরুহ, তুমি কি দেখনা, নিশ্চয় খাওয়াহের কেতাবে আছে—যদি গ্রামগুলিতে জুমা পড়ে, তবে তাহাদিগকে জোহর আদায় করা ওয়াজেব হইবে। ইহা যদি জুমার আদেশ প্রদত্ত না হয়, কেননা দীনারিতে আছে, যদি এমামের আদেশে গ্রামে মছজেদ প্রস্তুত করা হয়, তবে ছারাখছির মত অনুযায়ী ও সর্ব্ববাদি সম্মত মতে জুমার আদেশ দেওয়া হইবে।" উল্লিখিত বিবরণে বুঝা যায় যে, যে ছোটগ্রামে কাজী ও খতিব থাকে, কিম্বা কাজীর আদেশ থাকে, তথায় জুমা জায়েজ হইবে। আরও ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, আলেমবর্গ ও সমাজপতিগণ আদেশ দিলে, জুমা জায়েজ হইবে।

ছওয়ালাতে এশরিনের ৯৫ পৃষ্ঠায় আছে,

হাশিয়ায়ে চলপিতে আছে, আমির ও কাজীর রেওয়াএতের উপর অধিকাংশ আলেম ফৎওয়া দিয়াছেন।

উত্তর ;—

বাহরোর রায়েকের ২।১৪০ পৃষ্ঠায়, দোর্রোল মোস্তাকার ১৬৬ পৃষ্ঠায়, দোর্রোল মোখতারের ১৬২ পৃষ্ঠায় ও আবুল মাকারেমে আছে, বড় মছজেদের রেওয়াএতের উপর অধিকাংশ ফকিহ ফৎওয়া দিয়াছেন।

শামি প্রণেতা ও তাহতাবী এইমত সমর্থন করিয়াছেন, কাজেই হাশিয়ার চলপির মত অগ্রাহ্য।

সমাপ্ত